CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 July, 2024 ■ আগরতলা ৯ জুলাই ২০২৪ ইং ■ ২৪ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবায় নতুন পালক সংযোজিত

জিবিতে সফল কিডনি প্রতিস্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই ।। রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবার ইতিহাসে এক মাইল ফলক আজকের দিন। প্রথম কিডনি প্রতিস্থাপন হল রাজ্যে সোমবার। ৬৫ বছর পুরনো জিবিপি হাসপাতালের ইতিহাসে এটি একটি ঐতিহাসিক দিন। সোমবার সফলভাবে কিডনি প্রতিস্থাপনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডাঃ শংকর চক্রবর্তী। উত্তর পূর্বাঞ্চলে তৃতীয় রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা কিডনি প্রতিস্থাপনে সাফল্য পেয়েছে। বিস্তারিত বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, আজ মায়ের কিডনি ছেলের মধ্যে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। রামনগরের বাসিন্দা, মুন্না সাহা সূত্রধরের ছেলে শুভম সূত্রধর(২০) কিডনি জনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। এদিনের এই কিডনি প্রতিস্থাপন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি জানান, কিডনি প্রতিস্থাপন কর্মসূচি সম্পর্কে গত প্রায় এক বছর ধরে হাসপাতালের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের নিয়ে এক কমিটি গঠন করে এই কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০২৩ সালের আগস্ট মাসের ২১ তারিখ প্রথম এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ২৩ আগস্ট প্রথম কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন প্রফেসর ডঃ সঞ্জীব দেববর্মা। সেই কমিটির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা একটি প্রোটকল তৈরি করে ৪ জানুয়ারি ২০২৪ কমিটির কাছে হস্তান্তর করে। পরবর্তী সমস্যায় প্রটোকল মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার নিকট পাঠানো হয়। জানুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ মুখ্যমন্ত্রী অনুমোদন প্রদান করেন। মেডিকেল সুপার ডাঃ শংকর চক্রবর্তী আরও উল্লেখ করেন, এ ধরনের অপারেশনের জন্য যেকোনো হাসপাতালের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর অভিনন্দন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই ।। আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং জিবিপি হাসপাতালে আজ কিডনি প্রতিস্থাপনের মতো জটিল অস্ত্রোপচার সফল হওয়ায় মুখ্যমী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা এই অস্ত্রোপচারের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক ও নার্সসহ সকল স্তরের চিকিৎসাকর্মীদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমী বলেন, 'আমাদের রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবার ইতিহাসে আজকের দিনটি এক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে, যা কিছুদিন আগেও অসম্ভব বলে মনে হতো। চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নে রাজ্য সরকারের ধারাবাহিক পদক্ষেপের ফলেই আজ রাজ্যে কিডনি প্রতিস্থাপনের মতো জটিল অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হয়েছে। রাজ্যেই জটিল রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব, এই বিষয়টিকে আবারও সঠিক প্রমাণ করলেন রাজ্যের চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীগণ। ভবিষ্যতেও চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নে রাজ্য সরকারের নিরন্তর প্রয়াস জারি থাকবে।' শুভেচ্ছাবার্তায় মুখ্যমী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা কিডনি দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ প্রসঙ্গে

যাচাই করেই সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের বিষয়ে এবারে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। সোমবার এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ শান্তিনিকেতনের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন বিরোধীরা রাজ্যের উন্নয়নের ধারাতে বাধা সৃষ্টি করছে। রাজ্য সরকার সব ধরনের যাচাই এর পরেই কাজে এগোবে। তাই বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের বিরুদ্ধে কোন ধরনের অসৎপন্থা অবলম্বন করা হলে তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিরোধীরা বলছে তারা নাকি বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত। যদি এমনই হয়ে থাকে তাহলে পুলিশ দিয়ে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে। সেখানে কোন ধরনের অসুবিধা নেই। রাজ্যে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হলে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনার সুযোগ পাবে।

কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। সেখানে রাজ্য সরকারের আপত্তি থাকার কথা নয়। রাজ্য সরকার সব ধরনের পদক্ষেপ এবং যাচাই করার পরেই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবে। সে ক্ষেত্রে ভয়ের কোন কারণ নেই। বিরোধীরা অপপ্রচার চালাচ্ছেন কেননা বর্তমান সরকারের সময়ে যে উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে সেই রাস্তায় সমস্যা সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। বাম আমলে এ ধরনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হতো না বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার আগরতলায় সেন্ট্রাল রোডের শিববাড়ি পুকুর, উজান অভয়নগরের বাজার লেক ও ভেটেরিনারি হসপিটাল লেকের সৌন্দর্যায়নের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা। সাথে উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত সহ অন্যান্যরা।

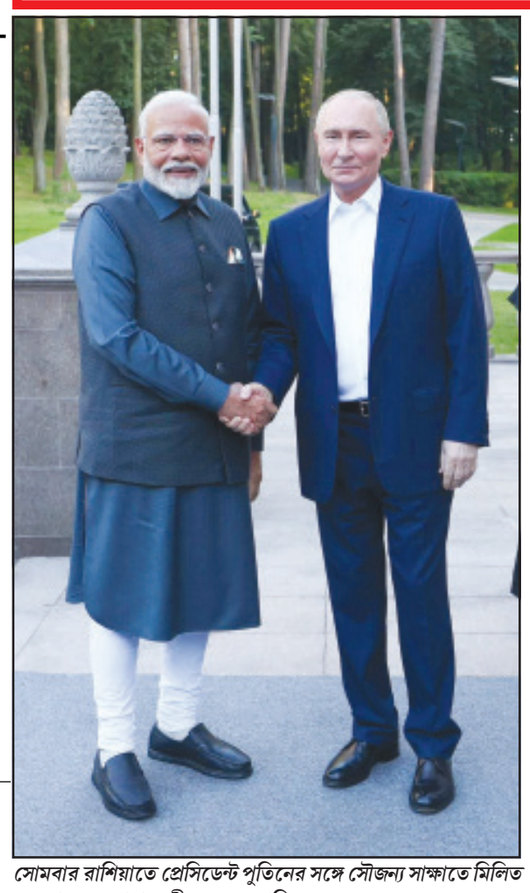

সোমবার রাশিয়াতে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

নিটঃ শুনানির আগে যাবতীয় তথ্য চাইল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই, (হি.স)।। ফের পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া শেষ অস্ত্র। সুপ্রিম কোর্ট সোমবার জানিয়েছে, আগে নিট-এ যে ব্যাপক অনিয়ম এবং গরমিলের অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে বুধবারের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে। আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি। স্নাতক স্তরে ডাক্তারির অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এ যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, তা মানল সুপ্রিম কোর্টও। তবে পুনরায় নিট চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে যে একাধিক মামলা হয়েছিল, তার প্রেক্ষিতে সোমবার পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেয়নি প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ। সোমবার পরীক্ষার আয়োজক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-কে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, তিনটি বিষয় প্রকাশ্যে আনতে হবে তাদের। এক, কী ভাবে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে? দুই, কোথায় প্রশ্নফাঁস হয়েছে? তিন, প্রশ্নফাঁস এবং পরীক্ষা হওয়ার মধ্যবর্তী সময় কত? শীর্ষ আদালত সোমবারই নতুন করে নিট করানোর নির্দেশ না দিলেও ইঙ্গিত দিয়েছে যে, অসদুপায় অবলম্বন করে যাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাদের জন্য ফের পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা হতে পারে। ইতিমধ্যেই নিট দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির কাছে বুধবারের মধ্যে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট তলব করেছে শীর্ষ আদালত।

শ্রমিক বঞ্চনার প্রতিবাদে সোচ্চার কংগ্রেসের অসংগঠিত শ্রমিক সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। অসংগঠিত শ্রমিকদের বঞ্চনার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে অল ত্রিপুরা অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেস। আজ সংগঠনের উদ্যোগে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিলের মধ্য দিয়ে শ্রম দপ্তরের গণডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

সংগঠনের চেয়ারম্যান শান্তনু পাল অভিযোগ করেন, ত্রিপুরায় অসংগঠিত শ্রমিকদের অবস্থা খুবই করুণ। তাঁরা সরকারের তরফ থেকে কোনো সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না। এতদিন যাবৎ তাঁরা সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন।

এদিন তিনি আরও অভিযোগ, প্রতিনিয়ত শ্রমিকরা কর্মসিলে গিয়ে দূর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। কিন্তু তাদের পরিবার সরকারের সহযোগিতা পাচ্ছে না। বেসরকারি দপ্তরে শ্রমিকরা ১২ ঘন্টা কাজ করছেন। পাশাপাশি, সরকারি কর্মচারীদের মতো তাঁরা ভাতা পাচ্ছেন না।

তার কথায়, বিগত দিনেও অসংগঠিত শ্রমিকদের বঞ্চনার প্রতিবাদ জানিয়ে শ্রম দপ্তরের ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দপ্তরের তরফ থেকে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তাই আজ আবারও সংগঠনের তরফ থেকে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

নেশা কারবারিকে ধরতে গিয়ে পুলিশ পেলো আইসক্রিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ জুলাই ।। গোপন খবর ভিত্তিতে নেশা সামগ্রী উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক এক যুবক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁর কাছ থেকে সন্দেহজনক ছোট প্লাস্টিকের প্যাকেটে তরল ঠাণ্ডা পানীয় উদ্ধার হয়েছে।

উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে ধর্মনগর কালাছড়া রোডের দীঘলবাঁক বড় ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এক যুবক নেশা সামগ্রী বিক্রয় করতে আসবে। সেই খবরের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাম্প মেশিনের ঘর থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ জুলাই।। দেবদারু রাঙ্গাছড়া এলাকায় লেনদেনকে কেন্দ্রকরে মাথায় আঘা তকরে এক শ্রমিককে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, গত ৭ ই জুলাই রাত্র আনুমানিক ৯টা ৩০ মিনিট নাগাদ বাইখোড়া থানায় খবর যায় দেবদারু বুদ্ধমন্দির সংলগ্ন এলাকায় রাঙ্গাছড়ায় একটি ওয়াটার পাম্প মেশিনের ঘরে এক ব্যাক্তি রক্তাক্ত অবস্থায় রয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে রাত্রিবেলায় ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দক্ষিন জেলার পুলিশ সুপার, মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সহ অন্যান্যরা।

এই হত্যার বিষয়ে সোমবার সংবাদমাধ্যমের সম্মুখিন হয়ে মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সৌগত চাকমা জানান দেবদারু এলাকায় জলজীবন মিশন প্রকল্পে একটি কাজ চলছিলো। সেখানে কাজে নিযুক্ত থাকা এক শ্রমিককে মাথায় আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারনা করা হচ্ছে লেনদেনকে কেন্দ্র করে এই হত্যাকান্ড। সোমবার পর্যন্ত মৃতব্যাক্তির কোনো প্রকার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আসাম ও মণিপুরে ত্রান শিবিরে গেলেন রাহুল

গুয়াহাটি, ৮ জুলাই (হি.স.) ।। অসমে বন্যা ও অবিরাম বর্ষণে মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। অসমের ২৮টি জেলার প্রায় ২২ লক্ষ মানুষ বন্যার কবলে পড়েছেন। বহু গ্রাম বন্যা কবলিত। এই পরিস্থিতিতে সোমবার সকালে অসমের কাছাড় জেলায় বন্যা-দুর্গত মানুষের সঙ্গেও দেখা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।

মণিপুরে যাওয়ার আগে যেখানে তিনি জিরিবামের একটি ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন। এদিন রাহুল গান্ধী অসমের শিলচর বিমানবন্দরে পৌঁছলে অসম ও মণিপুরের কংগ্রেস নেতারা তাঁকে সংবর্ধনা দেন। রাহুল ফুলেরতালে

☛ ৬ এরপাতায় দেখুন

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে স্কুলে তালা দিল অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। দক্ষিণ টাকারজলা সিনিয়র বেসিক স্কুলে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দিলেন অভিভাবকরা। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জোরালো দাবি উঠেছে।

জানা গেছে, স্কুলের ফান্ডের প্রায় ছয় লক্ষ টাকা গায়েব করে দেওয়ার অভিযোগ সহ বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়েছেন অভিভাবক মহল। সোমবার এই ঘটনা টাকারজলা সাউথ এইচএস স্কুলে। অভিযোগ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রিমুই রোখুং কয়েকজন নেত্রী স্থানীয় লোককে সঙ্গে নিয়ে স্কুল ফান্ডের ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা গায়েব করে দিয়েছেন। অভিযোগ রয়েছে স্কুলের মিড ডে মিল সঠিকভাবে বাচ্চাদের না খাওয়ানোর। অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ হয়ে সোমবার স্কুলে গিয়ে গেইটে তালা ঝুলিয়ে আন্দোলন করতে থাকেন। অভিযোগ প্রধান শিক্ষিকার দুর্নীতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা লাটে উঠেছে স্কুলে। যদিও প্রধান শিক্ষিকা এই ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন স্কুলের সামনে দীর্ঘক্ষন হই-হট্টগোল চলে। পরবর্তীকালে স্কুল পরিচালন কমিটির তৎপরতায় পরিস্থিতি শান্ত হয়।

কৃষি জমিতে ট্রাক্টরের কাটায় আটকে গেলো কৃষকের পুরুষাঙ্গ সহ পা, গুরুতর আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ জুলাই।। কৃষি জমিতে ট্রাক্টরের কাটায় আটকে গেলো কৃষকের পুরুষাঙ্গ সহ দুটি পা। রক্তাক্ত অবস্থায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসার পর দ্রুত আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা দেওয়া হয় কৃষক নজরুল ইসলামকে। ঘটনা সোমবার বিকেলে পুটিয়া এলাকায়।

দুর্ঘটনায় এমন অবস্থা হয় যে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার মতো পরিস্থিতি নেই অবশেষে বোলোরো ট্রাকে রক্তাক্ত অবস্থায় কৃষক নজরুল ইসলামকে ট্রাক্টরের কাটা সমেত নিয়ে যাওয়া হলো জিবিপি হাসপাতালে। জানাযায় অন্যান্য দিনের মতো নিজের জমিতে ট্রাক্টর নিয়ে কাজ করতে যান কৃষক নজরুল ইসলাম। কৃষিকাজ করা অবস্থায় ট্রাক্টরের কিছুটা যান্ত্রিক গলোযোগ দেখা দেয়। হঠাৎ করে ট্রাক্টারে কাঁটাগুলো কৃষক নজরুল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মদের দোকান খোলার প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৮ জুলাই।। নুতন বিলিতি মদের কাউন্টার খোলার প্রতিবাদে সাত সকালে জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন প্রমিলা বাহিনী। হরিনা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় ওই অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, হরিনা থেকে থাইবোং যাওয়ার পথে পশ্চিম হরিনা এলাকায় সদ্য নতুন মদের কাউন্টার খোলা হয়েছে। যাতে করে খেপে উঠেছেন এলাকাবাসী। এলাকাবাসীদের বক্তব্য, হরিনা থেকে থাইবোং এই জনপদকে বাদ দিয়ে হরিনার যেকোনো জায়গায় মদের কাউন্টার দিলে তাদের কোন অসুবিধা নেই।

কিন্তু কোনোভাবেই এই জনবহুল এলাকায় বিলিতি মোদের কাউন্টার খোলা যাবে না। এরই প্রতিবাদে আজ সকাল থেকে সাব্রুম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধে বসেন প্রমিলারা। এদিকে অবরোধের জেরে যানচলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।

এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে সাব্রুম থানার পুলিশ। পুলিশ অবরোধকারীদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন এবিষয়ে উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবসা নেওয়া হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করেন তাঁরা।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৬৬ ▫ ৯ জুলাই ২০২৪ ইং ▫ ২৪ আষাঢ় ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

প্রযুক্তি বদলাইয়া দিয়াছে নতুন প্রজন্মকে

সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে মানুষ সবকিছুকে হাতের নাগালের মধ্যে পাইতেছেন তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই মাধ্যম সমাজ ব্যবস্থাকে নানা ভাবে বিপথে পরিচালিত করিতেছে তাহা অস্বীকার করা যাইবে না। ইহা খুবই দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করা আবশ্যিক হইয়া উঠিয়াছে। অন্যতায় নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে এআই প্রযুক্তি নানা জটিলতার সৃষ্টি করিতে পারে। সেই কারণেই আগে ফাঁকে আটঘাট বাধিয়া এই বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইলে এর দায় কিন্তু সরকার বা প্রশাসন অস্বীকার করিতে পারিবে না। বিষয়টি নিয়া জনগণের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা উপলব্ধি করিতে হইবে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে এই ধরনের প্রযুক্তি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। থান কাল পাত্র বিশেষে এর প্রয়োগ অবশ্যই প্রয়োজন। বিজ্ঞানের যেমন আশীর্বাদ রহিয়াছে ঠিক তেমনি অভিশাপও রহিয়াছে। আমাদেরকে বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং অভিশাপকে অবশ্যই বর্জন করিতে হইবে। সোশ্যাল মিডিয়া খুলিলেই যে বিষয়টা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইল এআই প্রযুক্তি। এআই দিয়া জানা যাইতে পারে বছর ২০ পরে আপনাকে কেমন দেখিতে হইবে। শুধু তাই নয়, মানুষের চরিত্র কেমন হইবে সেটাও নাকি আন্দাজ করিতে পারে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। শুধু তাই নয়, এই প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া এমন অনেক কাজ করা যাইতে পারে যাহা হয়তো অদূর ভবিষ্যতে মানুষ কল্পনাও করিতে পারিবে না। সম্প্রতি শিল্পের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়া সরব হইয়াছেন জনপ্রিয় টেকনিশিয়ানরা।সোশ্যাল মিডিয়ায় ''চ্যাট জিটিপি''র সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে ইতিমধ্যেই। সেখানে ''স্কাই''তে যে ভয়েস আছে সেটা নাকি একজন জনৈক ভয়েস আর্টিস্টের। যদিও সেই দাবি অস্বীকার করিয়াছে আমেরিকান টেক ফার্ম। তবে একটা সম্ভাবনা নিয়া ভয় তৈরি হইয়াছে ভয়েস আর্টিস্টদের মনে। অনেকেই মনে করিতেছেন, এআই যেভাবে শিল্পে প্রবেশ করিতেছে তাহাতে আগামী দিনে শিল্পীদের অস্তিত্ব সংকটে।চ্যাটবোট বা নেভিগেশন সিস্টেমের জন্য, এমনকি কল সেন্টার থেকে আর্থিক পুনরুদ্ধারের কলের জন্য, প্রযুক্তি সংস্থাগুলি তাহাদের ভয়েস নকল করিবার জন্য তাহাদের নিজ নিজ এআই অ্যালগরিদমকে প্রশিক্ষণ দিতে ভয়েস শিল্পীদের কাছে ক্রমাগত যোগাযোগ করিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে শিল্পীদেরই প্রতিস্থাপন করিবে এই প্রযুক্তি।ইতিমধ্যেই এই নিয়া সরব হইয়াছেন বলিউডের অনেক অভিনেতারা। তাহার মধ্যে অমিতাভ বচ্চন, জ্যাকি শ্রফ, কুমার শানু রহিয়াছেন। প্রত্যেকেই জনপ্রিয় নিজ গুণে। বলিউডের ''বিগ বি''র কণ্ঠস্বরে মুগ্ধঅনুরাগীরা। কিন্তু সেই কণ্ঠ যদি নকল করিয়া প্রযুক্তি? এই নিয়া ইতিমধ্যেই মুম্বই হাইকোর্টে মামলা করিবার কথা ভাবিয়াছিলেন গায়ক কুমার শানু। জ্যাকি শ্রফ রায়কে পাইয়াছেন পক্ষে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার যেভাবে ভয়েস নকল করিবার প্রয়াস জারি রাখি আছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে শিল্পক্ষেত্রেও সংকট তৈরি হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো স্তম্ভিত শিল্পী সমাজ। তথ্যপ্রযুক্তির এই ধরনের প্রয়াস সীমাবদ্ধতা করিবার জন্য বিভিন্ন মহল হইতে ইতিমধ্যেই দাবি উঠিয়াছে।

৬ ঘন্টায় ৩০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি মুম্বইয়ে, প্রভাবিত রেল ও সড়ক পরিষেবা

মুম্বই, ৮ জুলাই (হি.স.): প্রবল বৃষ্টিতে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল মায়ানগরী মুম্বইয়ে। রবিবার গভীর রাত ১টা থেকে সোমবার সকাল ৭টা পর্যন্ত মাত্র ৬ ঘন্টায় ৩০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়েছে মুম্বইয়ে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে মুম্বইয়ের চারিদিকে এখন শুধু জল আর জল। বৃষ্টির জেরে রেল ও সড়ক পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে মুম্বইয়ে। বৃহন্মুম্বই পৌর নিগম (বিএমসি) জানিয়েছে, নিচু এলাকায় ভারী বৃষ্টিতে জল জমে যাওয়ায় শহরতলির ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অসুবিধা এড়াতে মুম্বইয়ে সমস্ত বিএমসি, সরকারি ও বেসরকারি স্কুল এবং কলেজে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টির ফলে সেন্ট্রাল রেলের শহরতলির পরিষেবা প্রভাবিত হয়েছে। সিওন ও ভান্দুপ এবং নাহুর স্টেশনের মধ্যে ট্রেন পরিষেবা প্রভাবিত হয়েছে। বৃষ্টির জল রেললাইনে জমে থাকায় এই বিপত্তি। মুম্বইয়ের রাস্তায় কোথাও হাঁটু, কোথাও আবার কোমর পর্যন্ত জল জমে গিয়েছে। এর ফলে রাস্তায় যানবাহন চলাচল প্রভাবিত হয়েছে। মুম্বইয়ের কিং সার্কেল এলাকা জলের তলায়। এদিন বেশ কিছু ট্রেন বাতিলও করা হয়েছে। বিদ্যাবিহার রেল স্টেশন জলের তলায়। ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়েতে এদিন সকালে ব্যাপক যানজট দেখা দেয়। তবে, বৃষ্টির জল কমার পর সেন্ট্রাল লাইনে লোকাল ট্রেন পরিষেবা আবারও চালু হয়েছে সোমবার সকালে।

প্রবল বৃষ্টিতে বেসামাল উত্তরবঙ্গ, বিভিন্ন নদীর জলস্তর বৃদ্ধিতে বাড়ছে চিন্তা

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি.স.): প্রবল বৃষ্টিতে রীতিমতো বেসামাল উত্তরবঙ্গ, অবিরাম বৃষ্টির জেরে উত্তরবঙ্গে বাড়ছে তিস্তা-সহ বিভিন্ন নদীর জলস্তর। এই পরিস্থিতিতে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানালো, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি আপাতত চলবে। ৯ জুলাই পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পঙ, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃষ্টির জন্য হাপিত্যেশ করছে দক্ষিণবঙ্গ, অথচ ভারী বৃষ্টির দেখা নেই। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিই হচ্ছে। বর্ষা প্রবেশ করার পর থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। এখনই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে। তবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৮ ডিগ্রি বেশি।

মহাবিশ্বের রহস্যে রায়চৌধুরীর সূত্র

পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পেলেন বিজ্ঞানী রজার পেনরোজ। ব্ল্যাক হোলের উতত্তির রহস্য সন্ধানে যুগান্তকারী কাজের স্বীকৃতি হিসাবে। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা সূত্রের এক অমোঘ ভবিষ্যতব্ল্যাক হোলের জন্ম, এমনটাই পেনরোজ- এর প্রতিপাদ্য। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ইংরেজ অধ্যাপক ১৯৮৮ সালে স্টিফেন হকিংয়ের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানে উলফ পুরস্কারও পেয়েছিলেন।

আজ থেকে কোটি কোটি বছর পরে, তারাদের জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়ে উঠবে মৃত তারকাদের সমাধিভূমি। সূর্যও নিবে যাবে। পৃথিবীও বিলুপ্ত হবে। প্রাণের চিহ্নহীন মহাবিশ্বে নামবে ভয়াবহ শীতলতা। সেই প্রেক্ষাপটেই রজার পেনরোজ-এর ''কনফর্মাল সাইক্লিক কসমোলজি'' মডেল। লক্ষ কোটি কৃষ্ণগহ্বরের সেই শীতলতার মধ্যেই হঠাতসেখানে শুরু হবে ভুট্টার খই ফোটার মতো ছোট্ট ছোট্ট বিস্ফোরণ। রজার পেনরোজ বিস্ফোরণের (এক্সপ্লোড)-এর বদলে খই ফোটা (পপ) বলা বেশি পছন্দ করেছেন। এই সব ব্ল্যাক হোলগুলির ফুটে ওঠা আগামী মহাবিশ্বের জন্য প্রয়োজনীয় মহাবিস্ফোরণের (বিগ ব্যাং) শক্তি একত্রিত করবে। এই ভাবে এক কল্পের শেষে সূচিত হবে আর এক কল্প (ত্রদ্রদ্র বা ইওন)। "কনফর্মাল সাইক্লিক কসমোলজি'' নিউটন আর আইনস্টাইনের পরে মহাবিশ্বকে বোঝার জন্য এক নতুন ভিত্তি।

এই কনফর্মাল সাইক্লিক কসমোলজিতে এক কল্পের শেষে সময় থেমে যায়, তাই স্থানেরও কোনও মানে থাকে না। কল্পান্তে কোনও বস্তু বা ভরও থাকে না। এই কল্পান্তের একমাত্র ব্যতিক্রম "হকিং পয়েন্ট''। যেখানে বিগত কল্পের কোনও অতিবিশাল কৃষ্ণগহ্বর থেকে হকিং বিকিরণ পরিলক্ষিত হয়। এগুলি গত কল্পের কোনও গ্যালাক্সি ক্লাস্টার, যা ক্ষয় হতে হতে একটি মাত্র হকিং বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এই বিন্দুগুলি সরাসরি দেখা না গেলেও শক্তিপুঞ্জের অনুভব হয়। ৩,৮০, ০০০ বছর আগের এমনই এই বিন্দু উষ্ণতার উত হিসেবে অধুনা প্রকাশিত, যা পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে আট গুণ বড়। বাস্তব হল, হকিং পয়েন্ট বিগত কল্পেরই স্মৃতিচিহ্ন। এর নাম ''পেনরোজ-হকিং সিঙ্গুলারিটি থিয়োরেম''। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ থেকে এই উপপাদ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মহাকর্ষ বল থেকে সিঙ্গুলারিটি তৈরি হওয়ার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। "সিঙ্গুলারিটি'' হল মহাকর্ষ বলের সেই ঘনীভূত অবস্থা, যেখানে স্থান আর কাল মিলেমিশে একাকার। এই আবিষ্কারের মূলে আছে কলকাতার এক বিজ্ঞানীর গাণিতিক সূত্র। বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে সেটি রায়চৌধুরী'জ ইকুয়েশনবলে সমাদৃত।

১৯৭৩ সালে স্টিফেন হকিং এবং জি এফ আর অ্যালিস একটি বই লেখেন, "দ্য লার্জ স্কেল স্ট্রাকচার অব স্পেস-টাইম''। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত এই বই পদার্থবিদ্যার প্রাচীন বনিয়াদ অনেকটাই নড়িয়ে দিয়েছিল। এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়, ''দ্য ফিজিক্যাল সিগনিফিক্যান্স অব কারভেচার''-এর একেবারে প্রথম প্যারাগ্রাফেই আছে রায়চৌধুরী সূত্রের উল্লেখ। ফিলাডেলফিয়ার "সোসাইটি ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড ম্যাথামেটিক্স'' থেকে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় রজার পেনরোজ-এর গ্রন্থ ''টেকনিকস অব ডিফারেনশিয়াল টোপোলজি ইন রিলেটিভিটি''। সেই রচনাতে পেনরোজ উল্লেখ করেছেন রায়চৌধুরীর কাজের কথা।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের সেই মাস্টারমশাইয়ের নাম অমলকুমার রায়চৌধুরী। ছাত্রদের একান্ত প্রিয় অধ্যাপক ''একেআর'' তাঁর জীবনে সেই সম্মান পাননি। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের নির্ভুল সম্পূর্ণ সমাধানের উদ্দেশ্যে রায়চৌধুরী এনেছিলেন তাঁর ইকুয়েশন। এই সমীকরণ সিঙ্গুলারিটি-কে অঙ্কের সূত্রে বেঁধেছিল, যেখানে প্রকৃতির সাধারণ সব হিসাব-নিকাশ আর কাজ করে না। মহাকর্ষ বলের আওতায় যে মহাবিশ্বের যে কোনও দু''টি ভরশক্তি পতিত হবে, এই সাধারণ প্রত্যাশাকে গাণিতিক প্রমাণ দিয়েছিল রায়চৌধুরীর সূত্র। ধীরে ধীরে দেখা গেল, "জেনারেল রিলেটিভিটি'' সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে এই সূত্র কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি, স্ট্রিং থিয়োরি এবং সেই সঙ্গে হাইড্রোডায়নামিক্স এর বহু দিগন্ত উন্মোচন করছে।

অমলবাবু তখন কলকাতার "ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব সায়েন্স''-এর সায়েন্টিফিক অফিসার। দেশভাগের পর পূর্ববাংলার বরিশাল জেলার উদ্বাস্তু ছেলে তখন ভাগ্যসন্ধানী। ১৯৫৩ সালের ২১ এপ্রিল "ফিজিক্যাল রিভিউ'' পত্রিকায় গবেষণাপত্রটি জমা দিয়েছিলেন তিনি। প্রথম দিকে সূত্রগুলির প্রমাণ না থাকায় নির্ণায়কদের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল। কয়েক বার প্রশ্ন-উত্তর চলার পরে মনোনীত হল গবেষণাপত্রটি। প্রকাশ পেল ১৯৫৫ সালের ১৫ মে সংখ্যায়।

পেনরোজ বা অন্য বিজ্ঞানীরা যাকে "ইওন'' বা কল্প বলছেন, তা এক নতুন ভাবনার সূচনা করেছে। সেই ভাবনা বিজ্ঞানের সীমানা ছাড়িয়ে দর্শনের প্রাঙ্গণে এসে গেছে। কল্পের শেষে যে শূন্যতা, তা কি নাস্তিকতাকে নিশ্চিত করে, না কি "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'' জন্মরহিত শাশ্বত, নিত্য এবং পুরাতন হলেও চিরনবীন অস্তিত্বের তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করে? ভারতবর্ষ এই প্রশ্নের উত্তর বহু প্রাচীন কাল থেকে খুঁজছে। উপনিষদের উপলব্ধি আজকের যুগের উপযোগী করে উপস্থাপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহাজাগতিক কণা খোঁজার পর্যায়ে অ্যাক্সিলারেটরের ভূমিকা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাবিশ্বের রহস্য সমাধানে নিউক্লিয়ার অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, অবআণবিক কণার গবেষণা এই যন্ত্রের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।

স্যর পেনরোজ ২০১১ সালের ৪ জানুয়ারি ভারতে এসেছিলেন। জানিয়েছিলেন তাঁর গবেষণা-সংক্রান্ত বক্তব্য। কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউটে দেওয়া বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করেছিলেন অমলকুমার রায়চৌধুরীর অসামান্য কাজের কথা।

ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক সংযক্তিকরণের অন্তহীন ধারা

পার্থ প্রতিম সেন

'ভারতবর্ষের প্রথম ব্যাঙ্ক অফ হিন্দুস্তান' ১৭৭০ সালে কলকাতায় যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু সেই ব্যাঙ্কটি ১৮৩২ সালেই বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ব্রিটিশ আগমনের পর ভারতবর্ষে তিনটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা হয়। সেই ব্যাঙ্কগুলি হল ১৮০৯ সালে ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল, ১৮৪০ সালে ব্যাঙ্ক অফ বোম্বে, এবং ১৮৪৩ সালে 'ব্যাঙ্ক অফ মাদ্রাজ'। এই ব্যাঙ্ক গুলিকে প্রেসিডেনশিয়াল ব্যাঙ্ক বলা হত। তবে এই তিনটি ব্যাঙ্কই ১৯২১ সালে সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক নামে পরিচিতি লাভ করে। এটাকেই ব্রিটিশ ভারতবর্ষে প্রথম একটি বড়সড় ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ বলা যায়। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫৫ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ হয় এবং ব্যাকটি "স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া'' নামে স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে বড় সরকারি ব্যাঙ্ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

তারপর ১৯৫৯ সালে স্টেট ব্যাঙ্কের সাতটি সহযোগী ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ হয়। ব্যাঙ্কগুলি হল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাতিয়ালা, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ হায়দ্রাবাদ, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ বিকানির এন্ড জয়পুর, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ মাইশোর, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ট্রাভাঙ্কুর, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ সৌরাষ্ট্র এবং স্টেট ব্যান অফ ইন্দোর।

পরবর্তীকালে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ সৌরাষ্ট্র ২০০৮ সালে এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্দোর ২০১০ সালে এবং অন্য পাঁচটি স্টেট ব্যানের সহযোগী ব্যাঙ্ক ২০১৭ সালে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সাথে সংযুক্ত বা মিলিত হয়ে যায়। উল্লেখ্য ভারতে প্রথম ভারতীয় মহিলা ব্যাভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিনে ১৯ নভেম্বর ২০১৩ সালে চালু হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে প্রায় সাড়ে তিন বছর চালু থাকার পর ২০১৭ সালের ১ এপ্রিল ভারতীয় মহিলা ব্যাঙ্কের স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সাথে সংযুক্তিকরণ ঘটে। এইভাবে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ভারতের ব্যাঙ্কিং মানচিত্রে এবং বিশ্বের ব্যাকিং মানচিত্রেও একটি বিরাট ব্যাঙ্ক হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। এই সংযুক্তিকরণের ফলে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সম্পদের পরিমাণ হিসেবে বিশ্বের প্রথম একশোটি ব্যাঙ্কের তালিকায় স্থান করে নেয়। সম্পদের পরিমাণ হিসেবে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এখন বিশ্বে ৪৯তম ব্যাঙ্ক। সম্পদের হিসেবে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাঙ্ক এখন হল ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক অফ চায়না' স্বাধীনতার পূর্বে ভারতবর্ষে ৬০০ খানার মত (ছোট ছোট বেসরকারি ব্যাঙ্ক ছিল। তারমধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য নাম ছিল এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (১৮৬৫), পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (১৮৯৪), ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (১৯০৬), কানাড়া ব্যাঙ্ক (১৯০৬), ব্যাঙ্ক অফ বরোদা (১৯০৮), সেন্ট্রোল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (১৯১১)। স্বাধীনতার পর ১৯৫৫ সালে প্রথম সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক স্টেটব্যারে আত্মপ্রকাশের পর ১৯৬৯ সালে ভারতবর্ষে আবার ১৪টি ব্যারে জাতীয়করণ করা হয়। ব্যাঙ্ক গুলি হল এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ব্যাক অফ ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কানাড়া ব্যাঙ্ক, দেনা ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যান, হিয়ান ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক পরবর্তীকালে ১৯৮৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর থেকে ইউকো ব্যান নামে পরিচিত হয়। এই নাম বদলের একটি কারণও ছিল। আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশেও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক নামে একটি ব্যাক ছিল, তাই আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং আঙ্গিনায় দু'টি ব্যাঙ্কেরর একই নাম থাকায় লেনদেনে খুব অসুবিধা হত এবং সেজন্যই ভারত সরকার ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের নাম পরিবর্তন করে ইউকো ব্যাঙ্ক করে নেয়। উল্লেখ্য নতুন চোদ্দটি সরকারি ব্যাঙ্কের মধ্যে তিনটি ব্যাঙ্ক যেমন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং ইউকো ব্যাঙ্কের হেড অফিস ছিল কলকাতায়। এখন শুধু ইউকো ব্যাঙ্কের হেড অফিস কলকাতায় আছে। বাকি দু'টি ব্যাঙ্কের সংঘুক্তিকরণের ফলে তাদের হেড অফিস অন্যত্র চলে গেছে।

তারপর ১৯৮০ সালে আবার ছটি ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করা হয়। ব্যাঙ্ক গুলি হল অন্ত ব্যাঙ্ক, কপোররেশন ব্যাঙ্ক, নিউ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স, পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক এবং বিজয়া ব্যাঙ্ক এইভাবে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় কুড়িটি ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে ইতিহাসে স্থান পায়। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হয়। হাজার হাজার শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা ব্যাঙ্কে চাকরি পায়। সাধারণ মানুষ ব্যাঙ্কে আমানত রাখার সুযোগ পায়। সাধারণ মানুষের আমানত ব্যাঙ্কে সুরক্ষিত থাকে। কৃষক থেকে শুরু করে ছোট ছোট উদ্যোমীদের, ব্যবসায়ীদের সরকারি ব্যাঙ্ক থেকে কম সুদে সহজ শর্তে ঋণ দেয়া হয়। এইভাবে সুদখুরদের হাত থেকে গ্রামীণ কৃষক ও সাধারণ জনতা কিছুটা স্বস্তি পায়। এতদিন বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে মূলত সমাজের বিভবান শ্রেণিরা বেশি বেশি করে ব্যাঙ্কিং সুবিধা পেত কিন্তু ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ বা সরকারি হওয়ার পর সাধারণ নিম্নবিস্তের মানুষেরাও ব্যাঙ্কিং সুবিধা পেতে লাগল।

১৯৮০ সালে জাতীয়করণ হওয়া নিউ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ১৯৯৩ সালে সরকারি ব্যাঙ্ক পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যানের সাথে সংযুক্ত হয়। তারপর ২০১৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সরকারি ব্যাঙ্ক 'ব্যাঙ্ক অফ বরোদা'র সাথে দু'টি অপেক্ষাকৃত ছোট সরকারি ব্যাঙ্ক 'দেনা ব্যাঙ্ক' এবং "বিজয়া ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণ ঘটে।

তারপর ২০২০-২১ সালে ১০টি জাতীয়কৃত বা সরকারি ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে চারটি সরকারি ব্যাঙ্কে পরিণত হয়। কানাড়া ব্যাঙ্কের সাথে সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের, ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সাথে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ব্যানের সাথে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, অন্ধ্র ব্যাঙ্ক এবং কপোরেশন ব্যাঙ্কের সাথে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সংযুক্তিকরণ ঘটে। এই মেগা সংযুক্তিকরণের ফলে এখন ভারতবর্ষে একসময়ের ২৮টি পারিক সেক্টর বা সরকারি ব্যাঙ্কের জায়গায় ১২টি পারিক সেক্টর বা সরকারি ব্যাঙ্ক সারা দেশ ব্যাপী এবং বিদেশেও ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবসা করে মুনাফা কামাচ্ছে।

বর্তমানে ১২টি পারিক সেক্টর বা সরকারি ব্যাঙ্ক গুলি হল সেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ব্যাক অফ বরোদা, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, কানাড়া ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাক, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক এবং ইউকো।

উল্লেখ্য ২০১৭-১৮ বিভতীয় বর্ষে যেখানে পারিক সেক্টর বা সরকারি ব্যাঙ্ক গুলির নিট ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৮৫,৩৯০ কোটি রুপি, সেই তুলনায় ২০২২-২৩ বিত্তীয় বর্ষে সংযুক্তিকরণ হওয়ার পর ১২টি পাব্লিক সেক্টর বা সরকারি ব্যাঙ্কগুলির নিট মুনাফা ১০,৪, ৬৪১ কোটি রুপিতে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এই নিট মুনাফার পঞ্চাশ শতাংশের মতো স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অবদান। এই যে পাঁচ বছর সময় কালে ভারতের সরকারি ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে হয়ত আরো সংযুক্তিকরণ হবে কারণ সরকার চার ভারতের সরকারি ব্যাঙ্কিং মানচিত্রে স্টেট ব্যাঙ্কের মত বৃহৎ ও শক্তিশালী চারটির মত সরকারি ব্যাঙ্ক থাকবে যে ব্যাঙ্কগুলি কিনা সম্পদের নিরিখে বিশ্বের একশোটা ব্যাঙ্কের মধ্যে এসে যাবে। তাছাড়া শেয়ার বাজারে প্রতিটি সরকারি ব্যাঙ্কের শেয়ারেরও মূল্য বাড়ছে। তাই যাঁদের সরকারি ব্যাঙ্কের শেয়ার লগ্নি করা আছে, তাঁরা যেমন একদিকে ডিভিডেন্ট বা লভ্যাংশ পাবেন বা পাচ্ছেন, অন্যদিকে শেয়ার বাজারে শেয়ারের বালু বা মূল্য বাড়ার ফলে লগ্নিকৃত রাশিও বৃদ্ধি পাচ্ছে বা পাবে।

বর্তমানে ১২টি পাব্লিক সেক্টর বা সরকারি ব্যাঙ্কগুলি হল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডয়া, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, কানাড়া ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক এবং ইউকো ব্যাঙ্ক।

তাছাড়া দেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিও সরকারি বাঙ্কের আওতায় পড়ে। ১৯৭৫ সালে সরকারি গ্রামীণ ব্যাঙ্কেরর যাত্রা শুরু হওয়ার পর সারাদেশের বিভিন্ন জেলায় ১৯৬টির মত গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ছিল যা কিনা গত বছরগুলিতে বেশ কয়েকবার সংযুক্তিকরণের পর ৪৩টি গ্রামীণ ব্যাঙ্কে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন সরকারের লক্ষ্য হল একটি রাজ্যে একটি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতেও সরকারি পুঁজি ঢেলে, সংস্কার সাধন করে ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার তরে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গুলিকেও শক্তিশালী করে তোলার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে আগামী দিনে হয়ত আরো সংসুক্তিকরণ হবে কারণ অনেক রাজ্যে এখনও একের বেশি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আছে।

গত শতাব্দীর অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর নব্বই দশকের প্রথম দিকে ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উদারীকরণের লক্ষ্যে রির্জাভ ব্যাঙ্ক কিছু নতুন বেসরকারি ব্যাঙ্ককে লাইসেন্স দিতে শুরু করে। জন্ম হয় নব প্রজন্মের প্রযুক্তি নির্ভর কয়েকটি ব্যাঙ্কের। ব্যাঙ্কগুলি হল প্লোবাল ট্রাষ্ট ব্যাঙ্ক, ইউটিআই ব্যাঙ্ক, ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, এইচ ডি এফসি ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। ইউটিআই ব্যাঙ্কের নাম পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক হয়ে যায়। শুরুতেই গ্লোবাল ট্রাষ্ট ব্যাঙ্ক পতনের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাঙ্কটিকে সরকারি ব্যাঙ্ক ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্সের সাথে সংযুক্ত করা হয়। ছোট ছোট বেসরকারি ব্যাঙ্ক যেমন ব্যাঙ্ক অফ মাদুরা, ব্যাঙ্ক অফ রাজস্থান এবং মহারাষ্ট্রের সাগলি ব্যাঙ্কের বিভিন্ন সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সাথে সংযুক্তিকরণ ঘটে। এইভাবে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক বড় হতে থাকে এবং ভারতের ব্যাঙ্কিং আঙ্গিনায় বেসরকারি ব্যাঙ্কি- এর প্রসারণ ঘটতে থাকে।

বসরকারি ব্যাঙ্কের মধ্যে আরেকটি ব্যাঙ্ক সেঞ্চুরিয়ন ব্যাঙ্ক অফ পাঞ্জাবের সাথে বিভিন্ন সংযুক্ত হয়েছিল। ব্যাকগুলি হল ভারতে অবস্থিত বিদেশি মাসকেট ব্যাঙ্ক ২০০৩ সালে, ব্যাঙ্ক অফ পাঞ্জাব লিমিটেড ২০০৫ সালে এবং লর্ড কৃষ্ণ ব্যান ২০০৭ সালে। ২০০৮ সালে সেঞ্চুরিয়ন ব্যাঙ্ক অফ পাঞ্জাব আবার নব প্রজন্মের শক্তিশালী বেসরকারি ব্যাঙ্ক এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। তার আগে ২০০০ সালে ছোট্ট একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক টাইমস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল। আর এই সেদিন ৩০ জুন, ২০২৩ শুক্রবার এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক এবং এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের প্রোমোটার দেশের বৃহত্তম গৃহঋণ সংস্থা এইচডিএফসি (হোউসিং ডেভেলাপমেন্ট ফিনান্স কর্পোর্শেন)-এর বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্ এই দু'টি সংস্থার (এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক ও এইচডিএফসি) সংযুক্তিকরণ প্রস্তাবে ১ জুলাই, ২০২৩ থেকে অনুমোদন প্রদান করে।

আসলে এই সংযুক্তিকরণ ভারতের ব্যাঙ্কিং ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে কারণ ভারতের ব্যাঙ্কিং আঙ্গিনায় এই সংযুক্তিকরণের ফলে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক এখন মার্কেট ক্যাপিটেলাইজেশন বা মোট শেয়ার সম্পদের নিরিখে বিশ্বের চতুর্থ ব্যাঙ্কের স্বীকৃত পেল। সংযুক্তিকরণের পর এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের মার্কেট ক্যাপিটেলাইজেশন দাঁড়িয়েছে ১৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ১৪.৭৩ ট্রিলিয়ন রুপি। মার্কেট ক্যাপিটেলাইজেশন হল একটি শেয়ারের মূল্যকে একটি ব্যাঙ্ক বা কোম্পানির যতসংখ্যক শেয়ার বাজারে ছাড়া আছে, তা দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায়। মার্কেট ব্যাঙ্ক হল জেপি মর্গান চেজ অ্যান্ড কোম্পানি যার মার্কেট ক্যাপিটেলাইজেশন হল ৪১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দিতীয় হল ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা কপোররেশন যার মার্কেট ক্যাপিটেলাইজেশন হল ২২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং তৃতীয় হল ইনভায়াল অ্যান্ড কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ চায়না যার মার্কেট ক্যাপিটেলাইজেশন হল ২২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২০২৩ সালের ১ মার্চ ভারতে অবস্থিত বিদেশি ব্যাঙ্ক সিটি ব্যাঙ্কের কনজিউমার বিজনেস এবং ননব্যাঙ্কিং সংস্থা সিটিকর্প ফিনান্স ইন্ডিয়া লিমিটেড ভারতের প্রথম সারির নবপ্রজন্মের বেসরকারি ব্যাঙ্ক ত্যাক্সিস ব্যাক্ষের সাথে সবযুক্ত হয়। ২০১৪-১৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতবর্ষে ১১টি পেমেন্ট ব্যাক্ষের লাইসেন্স দেয়, দশটা স্মল ফাইনানস ব্যাঙ্কের লাইসেন্স দেয় এবং দু'টো ইউনিভার্সাল ব্যাঙ্কের লাইসেন্স দেয় যার মধ্যে আছে কলকাতার বন্ধন ব্যাঙ্ক এবং মুস্বাইর আইডিএফসি ফাট ব্যাঙ্ক। ২০২৩ সালের ৩ জুলাই আইডিএফসি ফার্ট ব্যাঙ্কের সাথে আইডিএফসি ফার্ট ব্যাঙ্কের মূল কোম্পানি বা অভিভাবক কোম্পানি আইডিএফসি (ইনফস্ট্রাকচার ডেভেলাপমেন্ট ফিনান্স (কোম্পানি) এর সংঘুক্তিকরণ অনুমোদন লাভ করেছে। এই সংযুক্তিকরণ এর কিছুটা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ও এইচডিএফসি ব্যাঙ্কে ঘটে যাওয়া সংযুক্তিকরণের মতই ব্যাপার। এদিকে এইচডিএফসি লিমিটেডের সহযোগী সংস্থা গুজরাট রুরেলত্ত হাউসিং ফিনান্স কর্পোপেশন ১ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে কলকাতায় হেড অফিস থাকা বেসরকারি ব্যাঙ্ক বন্ধন ব্যাঙ্কের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায় এবং তার ফলে বন্ধন ব্যাঙ্ক নিজের ব্যাঙ্কে প্রোমটারদের শেয়ার হোল্ডিং অনেকটা কমাতে সক্ষম হয়। এইভাবে ভারতের ব্যাঙ্কিং আঙ্গিনায় সরকারি বেসরকারি সব ক্ষেত্রে একটার পর একটা সংযুক্তিকরণ এবং অধিগ্রহণ চলছে। এইভাবে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী ও উন্নত হওয়ার সাথে সাথে ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাও সংযুক্তিকরণ ও অধিগ্রহণের মাধ্যমে বিশাল আকার ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে। কারণ অর্থনীতি ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা পরস্পরের পরিপূরক। ভারত এখন ৩.৭৫ টিয়ন ডলারের অর্থনীতি এবং বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। তাই ভারতের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে ভারতের ব্যাসং ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পুঁজি বা অর্থ বিনিয়োগ করে দেশের জিডিপি বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়াতে হবে। তাই গত কয়েক বছর ধরে ভারতের সরকারি ব্যাঙ্ক গুলিতে পুঁজি ঢেলে, কিছু কিছু সংস্কার সাধন করে এবং সংঘুক্তিকরণের মাধ্যমে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে বেশ শক্তিশালী করা হয়েছে। এখন কামাচ্ছে, এনপিএ বা অনুৎপাদক সম্পদ কমে গিয়ে ২৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া ব্যাঙ্কগুলিতে এখন ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের তুলনায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পুঁজি আছে। ব্যাঙ্ক গুলিতে সময়ের সাথে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন ও উন্নত ভার্সন বা সংস্করণ ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ার সাথে সাথে সাইবার সিকিউরিটি সংক্রান্ত ঝুঁকিও বেড়ে যাচ্ছে যা কিনা সাধারণ গ্রাহককে ক্ষতির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ব্যাঙ্কে এই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের কাজটিও সঠিকভাবে করে গ্রাহকদের জন্য সুরক্ষিত পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এটিই হবে আজকের দিনে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পরিশেষে বলি, কলকাতা থেকে শুরু হওয়া গত ২৫০ বছরের ভারতীয় ব্যাঙ্কিংব্যবস্থায় জন্মলগ্ন থেকেই একদিকে যেমন নতুন নতুন ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি অন্তহীনভাবে ভারতীয় ব্যাঙ্ক গুলির মধ্যে সংযুক্তিকরণ এবং অধিগ্রহণ ঘটে চলেছে এবং ভারতের সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাঙ্ক গুলি বৃহদাকার ধারণ করে আরো শক্তিশালী হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আশাকরি ভবিষ্যতে বিদেশের মাটিতেও ভারতের শক্তিশালী ব্যাঙ্কগুলি বিদেশের কিছু কিছু ব্যাঙ্ক নিজেদের সাথে সংযুক্ত করে বা অধিগ্রহণের মাধ্যমে ভারতের সমগোত্রীয় হয়ে উঠবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রানিং রুমগুলিতে রানিং স্টাফদের জন্য উপলব্ধ বিশ্বমানের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা

মালিগাঁও, ০৮ জুলাই, ২০২৪: ট্রেনের সুগম ও সুরক্ষিত চলাচলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত প্রধান দুটি ক্যাটাগরি তথা লোকো পাইলট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট সহ রানিং রুম স্টাফদের জন্য রানিং রুমগুলিতে সর্বোত্তম সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সর্বদা একনিষ্ঠ ও আন্তিরকভাবে নিয়োজিত থাকে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ মোট ৪২টি রানিং রুম রয়েছে। প্রত্যেকটি রানিং রুমে সংযুক্ত শৌচালয় সহ পর্যাপ্ত আয়তনের ডাবল বেডের সাউন্ড প্রুফ রুম, ধ্যান এবং যোগ অনুশীলন করার জন্য মেডিটেশন রুমের মতো সুবিধা রয়েছে, যাতে ট্রেন চালানোর সময় তাঁরা মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ ও সতেজ থাকেন। এছাড়াও রয়েছে রিডিং রুম, ডাইনিং হল, পৃথক ভেজ ও নন-ভেজ কিচেন, আরও' পিউরিফায়েড পানীয় জল, পরিষ্কার ক্ষৌমবস্ত্র, সোলার হট ওয়াটার সিস্টেম, লন্ড্রি/আইরনিং, সম্পূর্ণ শরীর ও ফুট ম্যাসেজার, ট্রেডমিল এবং অটোমেটিক সাইকেলের মতো আধুনিক সরঞ্জাম সহ জিমনেসিয়াম। এই সুবিধাগুলি লোকো পাইলট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটের মতো রানিং স্টাফদের প্রদান করা হয়, যাতে কর্তব্য শেষ হওয়ার পর তাঁরা শারীরিক ও মানসিকভাবে পর্যাপ্ত বিশ্রাম লাভ করেন এবং সতেজ ভাব নিয়ে পুনরায় তাঁদের কর্তব্য শুরু করতে পারেন।

এই রানিং রুমগুলি হলো লোকো পাইলট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটদের জন্য বাড়ি থেকে দূরের বাড়ির মতো। যাত্রীদের জন্য এবং আমাদের দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী নিরাপদে, সময় অনুযায়ী এবং দক্ষভাবে পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে লোকো পাইলট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটরা প্রায়ই গভীর রাতে এমনকি মধ্য রাতেও নিজেদের কর্তব্য শেষ করেন। তাঁরা যেন উপযুক্ত বিশ্রাম এবং আহার লাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তাঁরা নিজেদের পরবর্তী কাজের সময় সতর্ক ও সতেজ থাকতে পারেন এবং কোনোরূপ বাধা ছাড়া ট্রেনের চলাচল নিশ্চিত করতে পারেন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সময়ে সময়ে লোকো পাইলট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটদের পরিবারবর্গের সাথে বার্তালাপের ব্যবস্থা করা হয়। ট্রেনে তাঁদের কর্তব্য পালনের সময় তাঁদের কাজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও যাতে বুঝতে পারেন তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

এছাড়া নিয়ম অনুযায়ী লোকো পাইলট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলটরা যাতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম লাভ করতে পারেন তা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সবসময় নিশ্চিত করা হয়।

চিকিৎসকের সঙ্গে ঝামেলা, মঙ্গলবাড়িতে বন্ধ আউটডোর পরিষেবা

চালসা, ৮ জুলাই (হি. স.) : চিকিৎসকের সঙ্গে ঝামেলার জেরে বন্ধ থাকলো আউটডোর পরিষেবা। ভোগান্তিতে পড়তে হলো হাসপাতালে আসা রোগীদের। ঘটনাটি ঘটেছে মেটেলি ব্লকের মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। সোমবার সকাল থেকেই আউটডোর বন্ধ ছিল। যদিও আলোচনার পর দুপুর থেকে ফের আউটডোর চালু হয় বলে জানা গেছে।

জানা যাচ্ছে, রবিবার রাতে হাসপাতালে দুই ব্যক্তির সঙ্গে কর্তব্যরত চিকিৎসকের বচসা হয়। অভিযোগ, ওই দুই ব্যক্তি চিকিৎসকের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। এই ঘটনার জেরে এদিন সকাল থেকেই হাসপাতালের চিকিৎসকেরা আউটডোর বন্ধ করে দেয়। যদিও এমার্জেন্সি বিভাগ খোলা ছিল। এদিন দূরদূরান্ত থেকে রোগীরা হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে এসে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেন। খবর পেয়ে এদিন হাসপাতালে আসেন বিএমওএইচ, মেটেলির বিডিও, মেটেলি থানার আইসি। তাঁরা এসে হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনার পর ফের আউটডোর খুলে যায়।

উত্তর প্রদেশে আইনশৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে : চন্দ্রশেখর আজাদ

আলিগড়, ৮ জুলাই (হি.স.) : উত্তর প্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন আজাদ সমাজ পার্টির প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদ। সোমবার তিনি অভিযোগ করেছেন, বিজেপি শাসনে উত্তর প্রদেশে আইনশৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। গণপিটুনির শিকার ফরিদ ওরফে ঔরঙ্গজেবের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আলিগড়ে আসেন চন্দ্রশেখর। তিনি হাথরাসের ঘটনাতেও শোকপ্রকাশ করেছেন।

চন্দ্রশেখর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, "মুসলিম যুবককে গণপিটুনি ও হাথরাসে পদদলিত হওয়ার ঘটনা এটাই স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়, যে উত্তর প্রদেশের পুলিশ বাহিনী সাধারণ মানুষের সেবা করার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই পুলিশ নির্দোষদের বিরুদ্ধে মামলা করছে। আর উভয় ক্ষেত্রেই দোষীরা মুক্ত হচ্ছে।'

ঝাড়খণ্ডে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ, শপথ নিলেন হেমন্তের ১১ জন মন্ত্রী

রাঁচি, ৮ জুলাই (হি.স.): সম্প্রসারিত হল ঝাড়খণ্ড মন্ত্রিসভা। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের ১১ জন মন্ত্রীকে শপথবাক্য পাঠ করলেন রাজ্যপাল। চম্পাই সোরেনের কাছ থেকে ক্ষমতা নেওয়ার পর ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন সোমবার বিধানসভায় আস্থাভোটে জয়যুক্ত হন। সরকারের পক্ষে ৪৫টি ভোট পড়ে। এরপরই সম্প্রসারিত হয় মন্ত্রিসভা। রাজভবনের বিরসা প্যাভিলিয়নে হেমন্ত সোরেনের মন্ত্রীরা শপথ নিয়েছেন। মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন চম্পই সোরেন, কংগ্রেস নেতা রামেশ্বর ওরাওঁ এবং আরজেডি নেতা সত্যানন্দ ভোক্তা। আবার মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন বৈদ্যনাথ রাম, মিথিলেশ কুমার ঠাকুর প্রমুখ। মোট ১১ জন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

থিমের জাদুতে এবারেও দুর্গাপুজোয় চমক দিতে চায় কল্যানীর আইটিআই ক্লাব

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি . স.) : শহর থেকে দূরের পুজোগুলিও দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে কোনও অংশেই পিছিয়ে নেই, তা তিন বছর ধরে প্রমাণ করে যাচ্ছে নদিয়ার কল্যাণী আইটিআই লুমিনাস ক্লাব। এবারেও দুর্গাপুজোয় চমক দিতে চায় তারা। কয়েক বছর ধরে তারা মালয়েশিয়ার টুইন টাওয়ার, চীনের গ্রান্ড লিজবোয়া টাওয়ারের আদলে সুউচ্চ আলোকসজ্জা বিশিষ্ট দুর্গাপূজার প্যান্ডেল তৈরি করে সারা ফেলে দিয়েছিলেন। চমকে দেওয়া এই থিমের প্যান্ডেল দেখতে জনসমুদ্র নেমেছিল দুর্গাপুজোর পাঁচটি দিন। এবছরও এই তাদের থিম ঠিক কী হতে চলেছে? সেই নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তর আগ্রহ ছিল। পুজো কর্মকর্তাদের থেকে জানা যায়, এবার ব্যাংককের ওয়াট অরুণ মন্দিরের আদলে দুর্গোপুজোর মণ্ডপ সাজানো হবে। পুরো মণ্ডপটিই ঝিনুক দিয়ে তৈরি হবে, যার উচ্চতা হতে চলেছে ১৫০ থেকে ১৫৫ ফুট এবং তা ১৩৫ ফুটের মতো প্রশস্ত হবে। একটি নামকরা গয়নার দোকানের গয়না দিয়ে এবারেও প্রতিমাকে সাজিয়ে তোলা হবে সোনা দিয়ে। কল্যাণীর চর্চিত পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম কল্যাণী আইটিআই মোড় লুমিনাস ক্লাব দুর্গোৎসব কমিটির পুজো।

অসমে সংরক্ষিত বনাঞ্চল বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ৮ জুলাই (হি.স.) : অসমে প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনাঞ্চল বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে এক বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ সোমবার জনতা ভবনে আয়োজিত বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যে সবুজ আচ্ছাদন বাড়ানো এবং স্থানীয় চাহিদার ভারসাম্যের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনাঞ্চল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বৈঠকে বিভাগীয় শীর্ষ আধিকারিকরা সবুজ আবরণ বৃদ্ধি এবং পরিবেশ সংরক্ষণের কৌশলের ওপর ব্যাপকভাবে আলোকপাত করেছেন।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থানীয় জনবসতি এবং ভূমি সহ প্রস্তাবিত বনাঞ্চল সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া তিনি সম্ভাব্য উদ্বেগগুলিকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে একটি ইতিবাচক এবং গঠনমূলক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। স্থানীয় জনতার চাহিদার সাথে পরিবেশ সংরক্ষণের ভারসাম্যের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আধিকারিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সংরক্ষিত বন তৈরি করার লক্ষ্য রাজ্যের পরিবেশগত কল্যাণে অবদান রাখা। তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাশাপাশি বাসিন্দাদের জীবিকা ও স্বার্থ বিবেচনা করতে হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত মে মাসের শুরুতে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী ভূপেন্দর যাদবকে রাজ্যের সংরক্ষিত বন এলাকায় একটি কমান্ডো ব্যাটালিয়ন ইউনিট নির্মাণের জন্য পোস্ট ফ্যাক্টো ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্স দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিবেশী রাজ্য মিজোরামের বেদখল রোধ করার লক্ষ্যে অসমের জনৈক বন কর্মকর্তা কমান্ডো ব্যাটালিয়ন ইউনিট নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

দিল্লির সরকারি স্কুলের বিস্ময়কর রূপান্তর বিজেপির হজম হয়নি : অতিশী

নয়াদিল্লি, ৮ জুলাই (হি.স.): বিজেপির বিরুদ্ধে আবারও আক্রমণ শানালেন দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে অতিশী বলেছেন, দিল্লির সরকারি স্কুলের বিস্ময়কর রূপান্তর বিজেপির হজম হয়নি। অতিশী বলেছেন, 'দিল্লিতে আমাদের সরকার গত ১০ বছরে সরকারি স্কুলগুলিকে বদলে দিয়েছে। এখানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ফলাফল রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বিজেপি এই পরিবর্তন হজম করতে পারেনি এবং তাই এই শিক্ষা বিপ্লবকে নষ্ট করার জন্য শিক্ষকদের বদলির ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল।'

উল্লেখ্য, দিল্লির সরকারি স্কুলের ৫ হাজার শিক্ষকের বাধ্যতামূলক বদলির নির্দেশ রদ হয়ে যাওয়ায় খুশি প্রকাশ করেছেন অতিশী। মন্ত্রী অতিশী আরও বলেছেন, দিল্লি সরকার, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সংগ্রাম জয়ী হয়েছে। গভীর রাতে শিক্ষকদের বদলির উদ্দেশ্য ছিল, দিল্লির শিক্ষা বিপ্লব নষ্ট করা। কারণ উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানার মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে স্কুলগুলির অবস্থা খারাপ, এমনকি গরিবরাও তাঁদের সন্তানদের সেখানে পড়তে পাঠাতে চায় না। দিল্লির শিক্ষা বিপ্লবের কারণে, সরকারি স্কুলগুলি বেসরকারি স্কুলগুলিকে পিছনে ফেলেছে, এখন সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা নিট এবং জেইই ক্লিয়ার করছে।

সোমবার সমুদ্র সৈকত সফরে রাষ্ট্রপতি মুর্মু

পুরী, ৮ জুলাই (হি. স.): রথযাত্রার মধ্যেই ৪ দিনের ওড়িশা সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সোমবার সকালে সমুদ্র সৈকতে তাঁকে হাঁটতে দেখা যায়। শুধু হাঁটাহাঁটি নয়, বেশ কিছুক্ষণ সৈকতে বসে তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন। তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে সমাজমাধ্যম একটি পোস্টও করেছেন।

লিখেছেন, এমন কিছু জায়গা রয়েছে যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমরা প্রকৃতির অংশ। পাহাড়-বন- নদী এবং সমুদ্রতীর আমাদের মধ্যে গভীর আকর্ষণ তৈরি করে। সমুদ্রতীরে হাঁটার সময় পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে একটি যোগাযোগ অনুভব করেছেন বলেও পোস্টে উল্লেখ করেছেন তিনি। উল্লেখ্য, রবিবার রথের দিনই জগন্নাথদেবের দর্শন করেন তিনি।

The Executive Engineer, Samagra Shiksha, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/OtherState PWD up to 3.00P.M.on 24/07/2024 for the followingwork:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY & BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	4th Call/Construction of 01 nos. Additional Classroom for Elementary level at Katalutma Col. M.P. JB School under Salema block of Dhalai District under Samagra Shiksha for the year 2023-24. DRAFT NIT NO: 54/EE/ENGG.CELL/Samagra/2023-24 PRESS NIT NO: 19/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25	Rs. 17,27,201.00	Rs. 34,544.00	6(Six) months	Up to 3PM 24/07/2024	At 25/07/2024 Hrs on 11am:	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	4th Call/Construction of 01 nos. Additional Classroom for Elementary level at Kuchiacherra SB School under Salema block of Dhalai District under Samagra Shiksha for the year 2023-24. DRAFT NIT NO: 59/EE/ENGG.CELL/Samagra/2023-24 PRESS NIT NO: 20/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25	Rs. 17,27,201.00	Rs. 34,544.00	6(Six) months	Up to 3PM 24/07/2024	At 25/07/2024 Hrs on 11am.		

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on at free of cost. No negotiation will conducted with the lowest
websitehttps://tripuratenders.govin
ICA/C/ 837/243

Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 02/EE/DWS/KCP/2024-25

The Executive Engineer, DWS Division Kanchanpur, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender for the following works: -

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 03/EE/DWS/KCP/2024-25	Rs. 8,64,280.00	Rs. 17,286.00	730days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 04/EE/DWS/KCP/2024-25.	Rs. 8,64,280.00	Rs. 17,286.00	730 days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 05/EE/DWS/KCP/2024-25.	Rs. 8,64,280.00	Rs. 17,286.00	730days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 22-07-2024 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 22-07-2024 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee Rs.1,000.00 (non refundable).
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/841/24

Executive Engineer
DWS Division Kanchanpur, North Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/14/2024-25 dated 07/06/2024

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura* on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/32/2024-25	₹ 20,80,610.00	₹ 41,612.00	90 (ninety) days
2	DNIT NO.EE-IED/AGT/33/2024-25	₹ 2,99,436.00	₹ 5,989.00	45 (forty five) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 26/07/2024 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 26/07/2024, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
1CD/C/812/24

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DEBASHIS PAULY)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
Contact: 8837256802

PNIT NO-3(36)-SF/(SBM)SAT/E-TENDER/2024-25/S57
Dated, Satchand the 05/07/2024
PRESS NOTICE INVITING e- TENDER (PNIT)

For and on Behalf of the Governor of Tripura, e-Tender in Two Bid System is hereby invited from fish farmers & fishery cooperative society, Fishery Entrepreneurs, SHGS for the Supply of Mixed Major carp fingerlings (10cm above) to the different blocks of Sabroom sub-division of Tripura for implementation of pisciculture scheme under PMMSY, meeting the pre-qualifying criteria for the supply mentioned below through online bidding on the website https://tripuratenders.gov.in having Digital Signature Certificate (DSC) issued from any agency authorized by Controller of Certifying Authority (CCA), Govt. of India and which can be traced up to the chain of trust to the RootCertificate of CCA.

NIT No.	Item for which e-tender is invited	Estimated Quantity (in Nos.)	Estimated Tender Value (in Rs.)	Necessary Dates & Time
F.No-3(36)-SF/(SBM)SAT/E-TENDER/2024-25/556	Mixed Major Carp Fingerling (10 cm above)	5.0 lakhs	20.00 lakhs	Bidding Document can be downloaded from 06/07/2024 at 14.00 hrs. Last Date of Online submission of e-tender: Up to 23/07/2024 till 15.00 hrs. Time as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in

Bidding Document can be downloaded from 06/07/2024 at 14.00 hrs. Last Date of Online submission of e-tender: Up to 23/07/2024 till 15.00 hrs. Time as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in
The detailed press notice &bid documents for the above can be seen on website https://tripuratenders.gov.in
All the future modifications /corrigendum (if any) shall be made available in the e-procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.
ICA/C/833/24

(Ajoy Das)
SUPDT.OF FISHERIES SABROOM,
SOUTH TRIPURA

Recruitment under Tripura Rural Livelihood Mission (TRLM)

In reference to the job advertisement issued vide F. No. F. No. 3(48)-RD (TRLM)/2024/4034-39 Dated 15/06/2024 regarding the empanelment of State Resource Persons (SRP/ Retainer Consultant (RC) in Tripura Rural Livelihood Mission (TRLM) on part time/ requirement basis, the date for the online submission of application has been extended upto 20th July 2024 till 5.30 PM. The interested candidates who fulfil the eligibility criteria may submit filled up and signed application through email srp.trlm@gmail.com. For details candidates may visit websites rural.tripura.gov.in, tripura.gov.in and trlm.tripura.gov.in.
ICA/C/834/24

Sd/-
CEO, TRLM

PNIT NO: e-PT-XII/EE/RDD/ABS-DIVN/JNR/2024-25, DATED-04/07/2024

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 24/07/2024 for 02(Two) nos work 1. Additional office room at 1st Floor of existing Ambassa Municipal Office building 2. Construction of new building at West Lalchari HSC under R.D Ambassa Sub-Division (SOR 2020). For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Also everyone is requested to give up the use of plastic for the sake of the earth.
ICA/C/ 808/24

[Er. U. Debbarma]
Executive Engineer R.D. Ambassa Division

NOTICE INVITING TENDER NO:- SDO(E)/IE-II/2024-25/02 DATED-06.07.2024

Name of Work(s):- 1. Providing mtc. of internal electrification in office of the Sepahijala Zilla Parishad & District Panchayat Office, Bishramganj, Sepahijala, Tripura.
DNIT NO:-SDO(E)/IE-II/2024-25/02 Estimated cost: Rs 45,469.00
Earnest Money: Rs 909.00
Last date for receipt of application for tender form:- 16.07.2024 upto 4.00 pm
Last date for issue of tender form:- 18.07.2024
Last date and time for receipt of tender document:- 19.07.2024 upto 3:00 pm.
Cost of tender form:- Rs 500.00 (for each work).
Details of this short NIT can be seen at Internal Electrification Sub-Division No-II, Agartala and Internal Electrification Division, Agartala.
ICA/C/855/24

Sub Divisional Officer (Elect)
I. E. Sub-Division No.-II
Agartala, West Tripura.

NOTIFICATION

It is hereby informed to all concerned that all those who have been selected for the National Means-Cum-Merit Scholarship Scheme (NMMSS) for this year they have to generate One Time Registration (OTR) number first and then they will go for Registration Process on National Scholarship Portal (NSP) and those who are renewal candidates, they will also have to generate OTR first. Scholarship can be availed with this OTR number and for that (NSP) is open till 31st August, 2024 for generating OTR and for Registration/Renewal both. The guidelines are available on (scholarship.gov.in). It should be noted that those who have generated OTR number earlier but did not ge their face authentication will receive a SMS for face authentication on their active registered mobile number and then they will go for Registration/Renewal. If the OTR number is not generated within the stipulated time, the scholarship amount will not be credited to the bank account.
For more queries ask H.M/ Principal or District Education office or SCERT, Tripura Exam section.
ICA/D/453/24

Yours faithfully
Signed by Nripendra Chandra Sharma
Date: 08-07-2024 08:40:31
Sharm
Director, SCERT,Tripura

SHORT NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Governor of Tripura the undersigned is hereby invites the sealed tender of rate in prescribed format from the reputed & authorized supplier/ dealer /retailer having valid Trade License, GST Registration Certificate for supply of 01 No. Desktop Computer, 01 No. UPS and 01 No. Printer cum Scanner for the TRESP DPMU office, Tepania, Udaipur, Gomati District.
Quotation in sealed in covers will be received w.e.f. 05/07/2024 to 20/07/2024 up to 3.30 PM from 10:00 a.m. to 3:30 p.m. in the office of the undersigned and will be opened on 20/07/2024 at 4.00 p.m. if possible. Quotationers may drop their quotations as per the detailed terms & conditions of Tender displayed in the Notice Board of this office.
ICA/C/830/24

(A.R. Debbarma, Tes, Gr-I)
District Welfare Officer
Gomati District: Udaipur.

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

স্মরণ শক্তি বাড়ানোর কিছু বৈজ্ঞানিক কৌশল

আমরা অনেক সময় অনেক কিছু মনে রাখতে পারি না, ভুলে যাই। বিশেষ করে বাজারে গেলে বা কোনো কিছু কিনতে গেলে এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। কারো ক্ষেত্রে কম, কারো ক্ষেত্রে বেশি। সবার মনে রাখার ক্ষমতা বা স্মরণশক্তি এক রকম থাকে না। আমরা গ্রিক বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এ তথ্য পাই যে মানুষের মস্তিষ্কের ১৪ বিলিয়ন স্নায়ুকোষ একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটা ইলেকট্রো কেমিক্যাল চক্র তৈরি করে, একে এনগ্রাম বলে।

প্রতিটা এনগ্রাম এর পথই হল স্মরণশক্তি। জেনেটিক বিজ্ঞানীরা বলেন, পিতামাতার স্মরণশক্তি বা মেধাশক্তি বেশি থাকলে সন্তানরাও সে রকম হয়। এজন্য স্মরণশক্তির বংশগতির বৈশিষ্ট্যের একক জিনের ওপর শতকরা ৬০ ভাগ নির্ভরশীল। বাকি ৪০ ভাগগ পরিবেশ, পুষ্টিকর খাদ্য ও মস্তিষ্কের চর্চার ওপর নির্ভর করে। গবেষকদের মতে, কোনো শিশু কম বুদ্ধি বা কম স্মরণশক্তিসম্পন্ন জিন বহন করলেও ভালো পরিবেশের কল্যাণে বালো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে। সুতরাং সহায়ক পরিবেশ পেলে এবং মস্তিষ্কের কিছু চর্চা করলে স্মরণশক্তি বাড়ানো সম্ভব। জেনে নিন স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করার কিছু কৌশল।

আয়ুর্বেদিক উপায় —

প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় স্মরণশক্তি বৃদ্ধির বেশ কিছু উপায় রয়েছে। যেমন কচি বেলপাতা খাঁটি ঘিয়ে ভেজে খেলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার ব্রাহ্মী শাক এমন একটি ভেষজ উপাদান, যা স্মরণশক্তি বৃদ্ধির নানা ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

মস্তিষ্ককে সজীব করার একটি আয়ুর্বেদিক উপায় হল দশটি কাঠ বাদাম, দুটি ছোট সাদা এলাচ, দুটি শুকনো খেজুর একটি মাটির পাত্রে আগের দিন জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে, এলাচের দানা বের করে শুকনো খেজুরের বিচি বের করে এক সাথে ৩০ গ্রাম চিনির সাথে মিহি করে বেটে নিতে হবে। এই মিশ্রণ ২৫ গ্রাম মাখনের সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন খেলে মস্তিষ্ক সজীব থাকে এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

ব্যায়াম করুন --- জানেন কি নিয়মিত ব্যায়াম স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে? বিশেষ করে অ্যারোবিকস ব্যায়াম এক্ষেত্রে বেশি সহায়ক। তালে তালে নির্দিষ্টভাবে ব্যায়াম করতে হয় বলে তা মস্তিষ্কের চর্চারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পদ্ধতি মেনে রাখতে মস্তিষ্ক চাপ প্রয়োগ হয়।

ফলে স্মরণশক্তি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। আবার যোগব্যায়ামও স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যোগব্যায়ামের কিছু আসনে মস্তিষ্ক পূর্ণ বিশ্রাম পায়। ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মনে রাখার ক্ষমতা বেড়ে যায়।

পুষ্টিকর খাবার খান —

পুষ্টিকর খাবার স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে অনেকাংশে সাহায্য করে। মাতৃগর্ভে থাকার সময় শিশুর মস্তিষ্ক গঠনে বিশেষ কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয়. গর্ভবতী মা যদি পুষ্টিকর খাবার খান তাহলে মস্তিষ্ক যথাযথভাবে গঠিত হয়। আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাবার এব্যাপারে সাহায্য করে। সয়াবিন, দুধ, যকৃত, বাদাম, মাখন ইত্যাদিতে রয়েছে বিশেষ উপাদান কোলিন। সাইনাপসে তথ্য আদান প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হচ্চে কোলিন। কাবার থেকে এই উপাদান পাওয়া যায় ব লে স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে পুষ্টিকর খাবারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

মনোযোগ দিন — কোনো বিষয় মনোযোগ দিয়ে শিখলে বিষয়টি মনে রাখা সহজ হয়। তাই কোনো পড়া বা কাজ শেখার সময় যথেষ্ট মনোযোগ দিন। মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া। তাই এর চর্চা করলে সহজেই স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব। মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিন — মস্তিষ্কে চাপ প্রয়োগ করে বা জোর করে মনে করার চেষ্টা করার পরও যদি কিছু মনে না প ড়ে তাহলে মস্তিষ্কে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিন। অন্য কিছু ভাবুন বা ওই প্রসঙ্গ থেকে একেবারেই সরে আসুন। এতে কিছুক্ষণ পর প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিজে থেকেই মনে পড়ে যাবে। কোনো কিছু স্মরণ করার জন্য এ পদ্ধতিটি বেশ কার্যকর।

শুনুন, পড়ুন এবং লিখুন --- কোনো কিছু শেখার সময় বিষয়টি অন্যের কাছ থেকে শুনলে মনে রাখা সহজ হয়। এ কারণেই ক্লাসে শিক্ষকের লেকচারশুনলে বি ষয়টি সহজেই আত্মস্থ করা যায় এবং মনে রাখা যায়। তাই কোনো কিছু পড়ার সময় জোরে জোরে কয়েকবার পড়ুন এতে মনে রাখা সহজ হবে। পড়ার পর তা লিখলে আমাদের মস্তিষ্ক তার একটি ছবি তৈরি করে ফেলে। ফলে বিষয়টি তুলনামূলক সহজে মনে পড়ে।ষ তাই কোনো কিছু পড়ার পর তা লেখার অভ্যাস করুন।

রোগ নির্ণয়ে সংকোচ করবেন না

চিকিৎসকের কাছে কিছু গোপন করবেন না। তিনি আপনার প্রয়োজনীয় শারীরিক ও রক্ত পরীক্ষা করে বলে দেবেন এর কারণ। একাধিক রক্ত পরীক্ষার কথা চিকিৎসক বললে ঘাবড়ে যাবেন না। কারণ টেসটোসটেরন মাত্রা দিনভেদে বা একই দিনে সময়ভেদে তারতম্য ঘটে।

চিকিৎসক ও আপনি

চিকিৎসককে সব কিছু বলুন। হতে পারে যা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না, সেটাই চিকিৎসকের কাছে একটি জরুরি তথ্য। আপনার অতীত ও বর্তমানের সব রোগের কথা বলুন। শৈশবের কোনো রোগ যেমন মাম্পস আপনার আজকের এ অবস্থার জন্য দায়ী হতে পারে।

যে সব ওষুধ যা ইদানীং খেয়েছেন তা জানান। আপনার এ সমস্যা কোনো ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে হতে পারে।

পারিবারিক বা অন্তঃসম্পর্কের সমস্যা যেমন যৌন সমস্যা বা খিটে মেজাজ ইত্যাদির কথা চিকিৎসককে বলুন।

জীবনে কোনো বড় পরিবর্তন এসে থাকলে তার কথা জানান। যেমন ডিভোর্স, বিয়ে ইত্যাদি।

দাদা / দাদির বা নানা / নানির পরিবারের কোনো সদস্যের জেনেটিক সমস্যা থাকলে তা জানান।

মানসিক সমস্যায় ভুগলে তা খুলে বলুন। শারীরিক পরীক্ষা: লজ্জা পাবেন না। আপনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পেশাজীবীর সাহায্য নিচ্ছেন ভয়ের কিছুএও নেই। চিকিৎসককে আপনার দেহে লোম ও চুলের পরিমাণ দেখতে দিন।

স্তন, প্রোস্টেট পরীক্ষায় সহায়তা করুন। শুক্রাশয়ের আকার এবং স্থিতিস্থাপকতা দেখতে দিন। অন্ডকোষ ও পুরুষাঙ্গের কোনোসমস্যা আছে কিনা তা দেখতে দিন।দৃষ্টিশক্তির ভিজ্যুয়াল ফিল্ড টেস্ট করান। দেহের পেশী ও চর্বির পরিমাণ দেখতে দিন। অন্যান্য যা যা চিকিৎসক চান

সেভাবে তাকে আপনার দেহ পীক্ষা সহায়তা করুন।

চিকিৎসা না করালে যা হবে

সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা না নিলে বন্ধ্যাত্ব, হৃদরোগের ঝুঁকি ও হাড়ের ক্ষয় হতে পারে। সেই সঙ্গে লক্ষ্মণসমুহের স্থায়ীত্ব তো বোনাস পাওনা। স্বাভাবিক টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষের তুলনায় কম টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষ ৩৩ শতাংশ বেশি মৃত্যু ঝুঁকির সম্মুখীন হন। কম টেসটোসটেরনজনিত যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়া, যৌন দুর্বলতা ও মানসিক পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারেন না। যা পরবর্তীতে তাদের পেশীর পরিমাণ হ্রাস , হাড়ের ঘনত্ব কমিয়ে সার্বিক দৈহিক শক্তিমত্তায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। মানসিক স্বাস্থ্যেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে কেউ যদি ৪৫ বছর বয়সে তার ২৫ বছর বয়সের দৈহিক সক্ষমতা পুরুদ্ধারের জন্য টেসটোসটেরন বাড়াতে চান, তা সম্ভব নয়। একইসঙ্গে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়াবার ওষুধ প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা বিপদজ নক।

রক্তে কম টেসটোসটেরন, ঠিক কতটা কম? সমাজে এমন বহু পুরুষ আছেন যারা জানেন না তাদের রক্তে টেসটোসটেরন মাত্রা কম। এমনিতেই বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের টেসটোটেরন মাত্রা কমতে থাকে। ৫০ বছরের উর্ধ্বে ৩০ শতাংশের পুরুষের রক্তে ২৫০ ন্যানোগ্রাম/ ডেসিলিটারের কম টেসটোসটেরন পাওয়া গেছে এক গবেষণায়। কম টেসটোসটেরন বলাতে তাই এর উপরের সীমা আছে ৩০০ ন্যানোগ্রাম / ডেসিলিটার। কিন্তু নিচের কোনো সীমা নেই।রক্তে টেসটোসটেরন কমলে যা করবেন উপরের লক্ষণগুলো দেখে যদি সন্দেহ করেন আপনার টেসটোসরেটন কম থাকতে পারে তবে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি কারণ খুঁজে দেখবেন। কারণটির চিকিৎসা আগে শুরু করবেন। যেমন, যদি ডায়াবেটিসের জন্য টেসটোসটেরন কমে গিয়ে থাকে, তবে প্রথমে ডায়াবেটিসের চিকিৎসাকে গুরুত্ব দেবেন। কাজেই চিকিৎসককে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধের জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। টেসটোসটেরন স্বল্পতার চিকিৎসার নীতিমালা প্রথমেই টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধ দেওয়া বিরোধী। আপনি চটকদার বিজ্ঞাপন বা বিভিন্ন হারবাল ওষুধের কথা প্রচার মাধ্যমে দেখতে পাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, এসব সহজলভ্য ওষুধের গুণগত মানের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়নি। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যেকোনো ওষুধ সেবনকারীর স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আপনার মূল্যবান যৌন জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নেবেন না।

খালি পেটে জিমে যান?

সকালে জিমে যান অনেকেই। তবে জিমে যাওয়ার কয়েকটি নিয়ম মানতে হয়। খালিপেটে কখনও জিমে যাওয়া উচিত নয়। তাহলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তবে পেট ভর্তি রাখতে হবে বলে এমন কোনও খাবার খাওয়া যাবে না, যাতে শারীরিক অস্বস্তি হয়। শরীরচর্চা করার আগে এমন কিছু খাবার খাওয়া জরুরি, যা জলদি পুষ্টি জোগাতে সাহায্য করে।

রইল তেমন কিছু খাবারের তালিকা।

ব্রাউন ব্রেড- নিয়মিত যাঁরা শরীরচর্চা করেন, ব্রাউন ব্রেড তাঁদের খাদ্যতালিকায় রাখা জরুরি। এতে রয়েছে ভরপুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট। জিমে যাওয়ার আগে ব্রাউন ব্রেডের সঙ্গে খেতে পারেন ডিম সেদ্ধ এবং মধু। শরীরচর্চার ৪৫ মিনিট আগে খেয়ে নিন। উপকার পাবেন।

ফল এবং ইয়োগার্ট- ফলে রয়েছে ভরপুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট। আর ইয়োগার্টে রয়েছে ঠাসা প্রোটিন। শরীরচর্চার আগে ফল এবং ইয়োগার্ট খাওয়ার বেশ কিছু উপকারিতা রয়েছে। ঘুম থেকে উঠে ইয়োগার্টের সঙ্গে বেরি, স্ট্রবেরি, চেরি মিশিয়ে খেতে পারেন। খাওয়ার ৩০ মিনিট পর জিমে যান। চাঙ্গা থাকবে শরীর।

ওট- ওটে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার। যা রক্তে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। শরীরচর্চার সময় শরীরে শক্তি জোগাতে দারুণ উপকারী ওট। সারা দিন যাতে চনমনে থাকে শরীর, সেই কারণে প্রাতরাশে ওট খান অনেকেই। জিমে যাওয়ার অন্তত ৩০ মিনিট আগে ওট খেয়ে নেওয়া জরুরি।

রাজমা দিয়েই বানিয়ে ফেলুন গৌলটি কবাব

কবাব মানেই কি কেবল মুরগি, পাঁঠা আর পনিরের দৌরাত্ম্য? একেবারেই না। ডাল দিয়েও কিন্তু বিভিন্ন স্বাদের কবাব তৈরি করা যায়। অনেক সময়ে বাড়িতে নিরামিষের দিনে ভাল-মন্দ কিছু খেতে মন চায়। চা কিংবা কফির সঙ্গে তখন সুস্বাদু কবাব পেলে আর কী বা চাই! বাড়িতে রাজমা থাকলে বানিয়ে নিতে পারেন গৌলটি কবাব।

রইল রেসিপি।

উপকরণ: রাজমা: ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ: ২টি (বড় মাপের),আদা বাটা: ১ চা চামচ,রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ,টম্যাটো পিউরি: ১/২ কাপ,লঙ্কা গুঁড়ো: ১/২ টেবিল চামচ হিং গুঁড়ো: ১/৪ চামচ,গোটা জিরে: ১ চা চামচ, গরম মশলা গুঁড়ো: ১/২ চা চামচ,ভাজা জিরে গুঁড়ো: ১ চা চামচ, আমচুর গুঁড়ো: ১ চা চামচ, ধনেপাতা কুচি: ২ টেবিল চামচ, বিস্কুটের গুঁড়ো: ১ কাপ, সাদা তেল: ১ কাপ, নুন: স্বাদমতো প্রণালী: আগের রাতে রাজমা ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন প্রথমে প্রেশার কুকারে সামান্য নুন দিয়ে রাজমাগুলি সেদ্ধ করে নিন। জল ঝরিয়ে রাজমা বেটে নিতে হবে। এ বার একটি ননস্টিক পাত্রে তেল গরম করে হিং আর জিরার ফোড়ন দিন। তার পর কুচনো পেঁয়াজ লাল লাল করে ভেজে নিন। ওর মধ্যেই আদা, রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা কুচি আর সব গুঁড়ো মশলা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। এ বার ওই মিশ্রণের মধ্যে টোম্যাটো পিউরি ঢালুন। আবার কষান, যত ক্ষণ না কড়াই তেল ছাড়ে। এ বার রাজমা বাটা দিয়ে আরও এক প্রস্ত কষান। গ্যাস থেকে নামিয়ে ওই মিশ্রণের সঙ্গে বিস্কুটের গুঁড়ো মিশিয়ে ছোট মণ্ড করে কবাব গড়ে নিন। এর পর অল্প তেল দিয়ে তাওয়াতে সেঁকে নিন ভাল করে। পেঁয়াজের রিং, লেবুর টুকরো আর চাটমশলা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন গরমাগরম রাজমা গলৌটি কাবাব।

দু'মিনিটেই ফিরে পেতে পারেন গয়নার হারানো ঔজ্জ্বল্য

বিয়েবাড়ি হোক কিংবা রোজকার অফিসের সাজ তরুণীরা এখন সোনা ছেড়ে রুপোর দিকেই বেশি ঝুঁ কছেন। এখন অনলাইনেই হোক কিংবা বাজার থেকে, রুপোর গয়না কেনার চলও বেড়েছে।শাড়ি থেকে ড্রেস, কুর্তি থেকে সালোয়ার সব ধরনের পোশাকের সঙ্গেই এখন রুপোর গয়নার আলাদা কদর। রুপোর তৈরি কানের ঝুমকো, হাতের বালা কিংবা গলার হার, সবই থাকছে নতুন প্রজন্মের মেয়েদের পছন্দের তালিকায়।

রুপোর গয়না পরতে ভালবাসলেও তা বাক্সে ভরে রেখে দিলে গয়নার উপর কালচে আস্তরণ পড়ে যায়। দীর্ঘ দিন পরে সেই গয়না বার করে পরতে গিয়ে দেখা যায়, সেটি ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে। তবে সাধের গয়না মলিন হয়ে গিয়েছে ভেবে মনখারাপ করার কিছু নেই। কয়েকটি ঘরোয়া পদ্ধতিতে খুব সহজেই ফিরিয়ে আনতে পারেন রুপোর গয়নার জেল্লা। জেনে নিন, কোন উপায়ে দু'মিনিটেই ফিরে পেতে পারেন গয়নার হারানো ঔজ্জ্বল্য। একটি পাত্রে ভাল করে জল ফুটিয়ে নিন। এ বার অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল কেটে কেটে গোলা বানিয়ে নিন। ফুটন্ত জলের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের গোলাগুলি দিয়ে দিন। জলের মধ্যে এক চামচ বেকিং সোডাও মিশিয়ে নিন। এ বার কালচে হয়ে পড়া গয়নাগুলি জলের মধ্যে ফেলে দিয়ে মিনিট দুয়েক ভাল করে ফুটিয়ে নিন। এর পর জল থেকে বার করে নিয়ে ব্রাশ দিয়ে ঘষে নিলেই চকচকে হয়ে যাবে পুরোনো গয়নাটি।

মুখের যত্নে নিয়মিত দাঁত তো মাজছেন পর্যাপ্ত জল খাচ্ছেন কি?

শুধু জল দিয়েই অনেক রোগকে ঠেকিয়ে রাখা যায়। জল না খেলে শরীর ভিতর থেকে শুকিয়ে যায়। সেখান থেকে অনেক সময়ে নানা রকম রোগ দেখা দিতে পারে। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না খেলে যে দাঁতের সমস্যা হয়, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। চিকিৎসকেরা বলছেন, মুখগহ্বরের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে লালারসের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

এই লালারসের বেশির ভাগ উপাদানই আসলে জল।

মুখের মধ্যে বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত এই লালারস, মুখের ভিতরের অংশ আর্দ রাখতে সাহায্য করে। লালারসের মধ্যে এমন কিছু উতেচক আছে, যা খাবার হজম করতেও সাহায্য করে। এ ছাড়াও, ''ইমিউনোগ্লোবিউলিন'', ''লাইসোজাইম'', ''ল্যাক্টোফেরিন'' নামক কিছু ''অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল'' যৌগ রয়েছে, যা ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস এবং বিভিন্ন মাইক্রোঅর্গ্যানিজমের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে মুখের স্বাস্থ্য ভাল রাখতেও সাহায্য করে। চিকিতকেরা মুখের ভিতরের অংশের পিএইচের মাত্রা ঠিক রাখার জন্য বেশি করে জল খেতে পরামর্শ দেন। এই জল মুখের ভিতর লালারস ক্ষরণের পরিমাণও নিয়ন্ত্রণ করে। পাশাপাশি, খাবার খাওয়ার পর যদি কোনও সূক্ষ্ম কণা দাঁতের ফাঁকে আটকে গিয়ে থাকে, তা-ও পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

অম্লত্বের ভারসাম্য বজায় রাখে

মুখের ভিতর বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়ার জন্য অম্লত্বের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। সঠিক পরিমাণে জল খেলে সেই ভারসাম্য খানিকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। দাঁতের "এনামেল" নষ্ট হতে দেয় না

জলের নিজস্ব কোনও স্বাদ নেই। তাই অনেকেই বেশি জল খেতে পছন্দ করেন না। কিন্তু চিনি বা অ্যাসিডযুক্ত কোনও তরল পানীয় খাওয়া মুখের স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয়। চিকিতকেরা বলছেন, এ ধরনের পানীয়গুলি সাধারণত দাঁতের উপরে থাকা এনামেলের আস্তরণকে তাড়াতাড়ি নষ্ট করে দেয়। দাঁত এবং মাড়ির সংযোগস্থলে থাকা স্নায়ুগুলি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। দাঁত শিরশির করতে থাকে। পরবর্তী কালে সেখান থেকেই দাঁত ক্ষয়ে, ভেঙে যেতে পারে। জল কিন্তু দাঁতের এই এনামেল নষ্ট হওয়া প্রতিরোধ করে।

বর্ষাকালে কেমন সুগন্ধি মাখবেন?

বডি স্প্রে, পারফিউম বা কোলন কিনতে গেলে প্রাথমিক ভাবে যে বিষয়টি মাথায় আসে, তা হল ছেলেদের না মেয়েদের? তার পর নিজের পছন্দ অনুযায়ী হালকা বা খানিক চড়া গন্ধ বেছে নেন বেশির ভাগ মানুষ। কেউ ফুলেল গন্ধ পছন্দ করেন, তো কেউ চন্দনের। আবার অনেক মহিলাই কিন্তু পুরুষালি "স্ট্রং" গন্ধ মাখতে ভালবাসেন।

তবে শৌখিনীরা বলছেন, ঋতুর সঙ্গে গন্ধের গভীর যোগ রয়েছে। শুধু ঘামের গন্ধ ঢাকতে নয়, এই গন্ধ দিয়েই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। আবার, ঋতুকালীন মন খারাপ বা অবসাদ নিয়ন্ত্রণ করতেও কিন্তু সুগন্ধির যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তবে তার জন্য সঠিক সুগন্ধ চেনা এবং গন্ধের সঙ্গে মনের যোগাযোগের সূত্রটি খোঁজা জরুরি।

১) গন্ধ চিনবেন কী করে?

দোকানে গিয়ে "টেস্টার" থেকে গন্ধ শুঁকে একটা নিয়ে ফেললেই কিন্তু গন্ধ চেনা যায় না। বিভিন্ন ঋতুতে মনের উপর গন্ধ নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কারও মন খারাপ থাকলে ফুলেল গন্ধ, কারও ক্ষেত্রে সাইট্রাসের সতেজতা, আবার কেউ বৃষ্টিতে না ভিজেও সেই ভেজা, স্যাঁতসেঁতে গন্ধের অনুভূতি নিতে চান সুগন্ধির মাধ্যমে। তাই কোন গন্ধে আপনার মন ভাল হয়, সে বিষয়ে খুব ভাল করে জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

২) ঋতুর সঙ্গে গন্ধের যোগ কোথায়?

সুগন্ধি কেনার আগে ঋতুর সঙ্গে তার যোগ কোথায়, তা জেনে নেওয়া জরুরি। গরমকালে তীব্র গরম বা ঘামের গন্ধের মাঝে যে ধরনের গন্ধ সতেজতা আনতে পারে, শীতকালে কিন্তু সেই একই রকম গন্ধ ভাল না-ও লাগতে পারে। আবার বসন্তের ফুরফুরে বাতাস, উড়ুউড়ু মনের জন্য আলাদা ধরনের গন্ধ বেছে রাখতে হবে।

৩) সুগন্ধি মেশানোর ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে

বর্ষার কালো মেঘ দেখে কারও মন খারাপ হয়। আবার বৃষ্টিতে সারা পা কর্দমাক্ত হলেও অনেকের কাছে বর্ষা প্রিয় ঋতু। তাই মন বুঝে সুগন্ধি মাখবেন। সকালে যদি মন ভাল থাকে, তেমন একটি সুগন্ধি মেখে বেরিয়ে পড়তেই পারেন। কিন্তু দিনের শেষে যদি কোনও কারণে মন খারাপ হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে সকালে ব্যবহার করা সুগন্ধি কিন্তু কোনও কাজ করবে না। আবার, দু'টি গন্ধ একসঙ্গে ব্যবহার করলেই যে খুব ভাল ফল পাবেন, এমনটাও নয়। তাই এ বিষয়ে বাড়তি সতর্কতা নিতে হবে।

সোমবার কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজধানীতে এক গণ ডেপুটেশন র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

বেজিং সফরে যাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা, ৮ জুলাই (হি.স.) : চারদিনের সফরে সোমবার বেজিং যাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর এই সফরে দু'দেশের মধ্যে কোনও চুক্তি স্বাক্ষর হচ্ছে না। তবে ২০টির বেশি সমঝোতা সই হওয়ার কথা জানান বিদেশমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। অপর দিকে তিস্তা প্রকল্পের বিষয়ে চিন ও ভারত উভয় দেশ প্রস্তাব দিলেও যৌথ নদী বিবেচনায় ভারতের প্রস্তাব প্রথমে বিবেচনা করা হবে।

শেখ হাসিনার চিন সফরকে সামনে রেখে বিদেশমন্ত্রকে সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান বিদেশমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, কোনও চুক্তি হচ্ছে না, সমঝোতা স্মারক হচ্ছে। ব্যাংকিং ও ইনস্যুরেন্স সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে চিনের রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষের সমঝোতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতি সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সহযোগিতা, নবম চায়না ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ নিয়ে সমঝোতা, মেডিকেল ও পাবলিক হেল বিষয়ে সমঝোতা এবং রেডিও ও টেলিভিশন সংক্রান্ত সহযোগিতা সহ বেশ কিছু সমঝোতা স্মারক সই হবে। চিনের অর্থায়নে চট্টগ্রামে ১০০ শয্যার একটি বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি হাসপাতাল নির্মাণ হবে।

ড. হাছান সাংবাদিকদের জানান, মোটা দাগে সমঝোতা স্মারকের ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং খাত, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, ডিজিটাল ইকনমি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি খাতে সহায়তা, ষষ্ঠ ও নবম বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ নির্মাণ, বাংলাদেশ থেকে কৃষিপণ্য রপ্তানি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পিপল টু পিপল কানেকটিভিটি প্রভৃতি বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সম্ভাবনা। এভাবে ২০ থেকে ২২টি সমঝোতা স্মারক সই হওয়ার কথা রয়েছে।

চিন বাংলাদেশের বড় উন্নয়ন সহযোগী।

চিনের অনেক বিনিয়োগ রয়েছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে বড় ভূমিকা রেখে চলেছে চিন। উন্নয়ন ইস্যুটি প্রধান অগ্রাধিকার থাকবে এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা অগ্রাধিকার পাবে। অর্থমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী, বিদেশসচিব, বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগের সচিব সহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিকরা শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হবেন।

কলকাতায় হ্যানি ট্র্যাপ এক তরুণী সহ গ্রেফতার ৪

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি.স.) : সদ্য পলিটেকটিক পাস করা এক যুবকের সঙ্গে এক তরুণীর ডেটিং অ্যাপে আলাপ হয়েছিল। রবিবার গল্ফগ্রিনের একটি ফ্ল্যাটে দেখা করার জন্য ওই যুবককে ডেকে পাঠানো হয়। ফ্ল্যাটে গিয়ে ওই যুবক দেখেন সেখানে আরও ২ যুবক আগে থেকে উপস্থিত রয়েছেন। এরপর ওই যুবককে ফ্ল্যাটে আটকে রেখে মারধর করা হয়। যুবকের মাকে ফোন করে ১ লক্ষ টাকা নিয়ে আসার জন্য বলা হয়। ওই যুবকের মা স্থানীয় থানায় গিয়ে অভিযোগ জানায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। পুলিশ পাল্টা চালে ওই গ্যাংকে টাকা দেওয়ার টোপ দেয়। নেতাজি নগরে দুই যুবক মোটর সাইকেলে করে টাকা নিতে এসে পাটুলি থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়। অভিযুক্তদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। অভিযুক্তরা জানায় অরবিন্দ নগর এর একটি ফ্লাটে হানি ট্রাপের শিকার ওই যুবককে আটকে রাখা হয়েছে।

এই তথ্য জানার পরেই পাটুলি থানার পুলিশ আধিকারিকরা ওই ফ্ল্যাটে গিয়ে হানি ট্রাপের শিকার ওই যুবককে উদ্ধার করে এবং ওই ফ্ল্যাট থেকেই। এক মহিলা এবং আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে অন্যান্য সামগ্রী।পুলিশ তদন্তে আরও জানতে পেরেছে ওই ফ্ল্যাট থেকে যে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।এই চারজনকে এদিন আদালতে পেশ

উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত শিলিগুড়িতে, ভাঙা হল বেশ কিছু দোকান

শিলিগুড়ি, ৮ জুলাই (হি.স.) : উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রয়েছে শিলিগুড়িতে। সোমবার দুপুরে শহরের হিলকার্ট রোডে উচ্ছেদ অভিযান চালায় পুরনিগম। হিলকার্ট রোডের উঁচু ফুটপাথ ছাপিয়ে রাস্তায় চলে আসা দোকানগুলি তুলে দেওয়া হয়। কিছু সামগ্রীও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। হাসমি চক থেকে শুরু করে সেবক মোড় পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে বেশকিছু দোকান ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে খাবারের স্টল, জামা কাপড় বিক্রির দোকান, চায়ের দোকান, ঘড়ি, চশমা বিক্রয় এবং মেরামতের দোকানও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এভাবে আচমকা অভিযান হওয়ায় তড়িঘড়ি মালপত্র গুটিয়ে নেওয়ার তোড়জোর দেখা গিয়েছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে।

ফের হাসপাতালে ভর্তি খালেদা জিয়া

ঢাকা, ৮ জুলাই, (হি .স) : আবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াকে। সোমবার ভোররাতে তাঁকে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দিনকয়েক আগেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান তিনি। তারপরে বাড়ি ফিরে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন খালেদা জিয়া। এই কারণে তাঁকে আবার হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে।

গুয়াহাটির বরাগাঁওয়ে জাতীয় সড়কে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির

গুয়াহাটি, ৮ জুলাই (হি.স.) : গুয়াহাটির বরাগাঁও এলাকার বুক চিরে ধাবিত জাতীয় সড়কে একটি গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যুবরণ করেছেন অজ্ঞাতপরিচয় জনৈক ব্যক্তি।

পুলিশ জানিয়েছে, সম্ভবত রবিবার মধ্য বা শেষ রাতে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। আজ সোমবার ভোররাতে জাতীয় সড়কে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকতে দেখেন ওই রাস্তায় যাতায়াতকারী একটি গাড়ির চালক। তিনি খবর দেন পুলিশকে।

খবর পেয়ে পুলিশ অকুস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি নিহত ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে পুলিশ জনসাধারণের সহায়তা চাইছে।

ভারী বৃষ্টিতে নেপালে ভূমিধস, নিহত ও নিখোঁজ অনেক

কাঠমান্ডু, ৮ জুলাই (হি. স.) : নেপালে ভারী বৃষ্টির মধ্যে ভূমিধস ও হড়পা বানে অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১২ জন। নিখোঁজ রয়েছেন আরও ৯ জন। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, গত ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে এই প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। ভূমিধস ও বন্যার কারণে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক ও বহু রাস্তা বন্ধ হয়ে রয়েছে।

নেপালের দক্ষিণাঞ্চলীয় কোশী নদীর জলস্তর বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। নেপালের পশ্চিমাঞ্চলীয় নারায়ণী, রাপ্তি ও মহাকালী নদীর জলও বাড়ছে। নেপালের পাহাড় ঘেরা রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে বেশ কয়েকটি নদীর জল উপচে বন্যার কারণ হয়েছে। এর জেরে নগরীর কয়েকটি রাস্তা তলিয়ে গেছে ও অনেকগুলো বাড়িতে জল ঢুকে গেছে বলে স্থানিয় সূত্রে জানা গেছে।

সোমবার দাম কমলো সোনার, দর বাড়লো রুপোর

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি. স.): সোমবার সস্তা হয়েছে সোনা। জানা গিয়েছে, এদিন ২২ ক্যারেটে ১০ গ্রামের দাম ২০০ টাকা অবধি কমে বিক্রি হচ্ছে ৬৭,৪৫০ টাকায় এবং ১০০ গ্রামের দাম ২০০০ টাকা অবধি কমে বিক্রি হচ্ছে ৬,৭৪,৫০০ টাকায়। এছাড়া ২৪ ক্যারেটে ১০ গ্রাম সোনার দাম ২২০ টাকা অবধি কমে বিক্রি হচ্ছে ৭৩,৫৮০ টাকা। ১০০ গ্রামের দাম ২২০০ টাকা অবধি কমে বিক্রি হচ্ছে ৭,৩৫,৮০০ টাকায়। পাশাপাশি ১৮ ক্যারেটে ১০ গ্রাম সোনার দাম ১৬০ টাকা অবধি কমে বিক্রি হচ্ছে ৫৫,১৯০ টাকায়। ১০০ গ্রামের দাম ১৬০০ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে ৫,৫১,৯০০ টাকায়।

তবে সোমবার বেড়েছে রুপোর দাম। এদিন ১০০ গ্রাম রুপোর দাম ২০ টাকা অবধি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৯৫০০ টাকায়। এছাড়া এক কেজি রুপোর দাম ২০০ টাকা অবধি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৯৫,০০০ টাকায়।

অসমের ত্রাণ শিবির ঘুরে দেখলেন রাহুল, পৌঁছলেন মণিপুরের ইম্ফলে

গুয়াহাটি, ৮ জুলাই (হি.স.) : অসমে বন্যা ও অবিরাম বর্ষণে মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। অসমের ২৮টি জেলার প্রায় ২২ লক্ষ মানুষ বন্যার কবলে পড়েছেন। বহু গ্রাম বন্যা কবলিত। এই পরিস্থিতিতে সোমবার সকালে অসমের কাছাড় জেলায় বন্যা-দুর্গত মানুষের সঙ্গেও দেখা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।

মণিপুরে যাওয়ার আগে যেখানে তিনি জিরিবামের একটি ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন। এদিন রাহুল গান্ধী অসমের শিলচর বিমানবন্দরে পৌঁছলে অসম ও মণিপুরের কংগ্রেস নেতারা তাঁকে সংবর্ধনা দেন। রাহুল ফুলেরতালে যান এবং ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া বন্যা-দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর এদিনই মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে পৌঁছেছেন রাহুল গান্ধী।

মণিপুর ইস্যু নিয়ে রাহুল গান্ধী রাজনীতি করছেন : রবিশঙ্কর প্রসাদ

পাটনা, ৮ জুলাই (হি.স.): মণিপুর একটি স্পর্শকাতর ইস্যু, মণিপুরে শান্তি ফেরানোর জন্য সবাইকে প্রয়াস করা উচিত। কিন্তু, মণিপুর ইস্যু নিয়ে রাহুল গান্ধী রাজনীতি করছেন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ আনলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। সোমবারই অসম হয়ে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে পৌঁছেছেন রাহুল গান্ধী।

রাহুলের এই মণিপুর সফরের নিন্দা করে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, 'সংসদে হইহট্টগোল হয়েছিল? প্রধানমন্ত্রীকে নতুন সংসদে উত্তর দিতে দেওয়া হয়নি। রাহুল গান্ধী বিরোধী দলনেতা, তাঁর কাছ থেকে কিছু দায়িত্ব আশা করা হচ্ছে... এটা খুবই দুঃখজনক।'

অফলাইনে বদলির আবেদন নেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ৮ জুলাই, (হি .স) : প্রাথমিকে শিক্ষকদের বদলির ক্ষেত্রে উৎসশ্রী পোর্টাল বন্ধ থাকার যুক্তি আর কার্যকর হবে না। এবার অফলাইনে বদলির আবেদন গ্রহণ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার তমন্না বেগম নামে এক শিক্ষিকার বদলির আবেদনের মামলায় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশ, এখন থেকে প্রাথমিকের সব বদলির আবেদন অফলাইনে গ্রহণ করতে হবে বোর্ডকে। ফলে ২০২২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে পোর্টাল বন্ধ থাকায় বদলি আটকে থাকার যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল, তার সমাধান হল বলে মনে করছেন আইনজীবীরা।

আদালতের বক্তব্য, এখন থেকে অফলাইনে যত আবেদন আসবে, সব ওই একই ভাবে বিবেচনা করতে হবে বোর্ডকে। প্রায় তিন বছর উত্তর দিনাজপুরের প্রাথমিক স্কুলে কর্মরত তমন্না বেগম। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ওই শিক্ষিকার বছর পাঁচেকের মেয়ে শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছে। একথা জানিয়ে তিনি বীরভূমে নিজের বাড়ির কাছে বদলি চেয়ে আবেদন করেছিলেন বোর্ডের কাছে। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দেয় বোর্ড। এরপরই তিনি মামলা করেন হাইকোর্টে। সেই মামলায় বিচারপতি মান্থা তাঁর আবেদন আইন অনুযায়ী বিবেচনার নির্দেশ দিয়েছেন বোর্ডকে। পাশাপাশি প্রাথমিকের সব বদলির আবেদন অফলাইনে বিবেচনার নির্দেশ দেয় আদালত। প্রসঙ্গত, প্রাথমিকের উৎসশ্রী পোর্টাল চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দফতর। এর আগেও, দফায় দফায় উৎসশ্রী পোর্টাল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের অনুরোধেই তারা পোর্টাল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানায় শিক্ষা দফতর।

উন্নয়নের ডালি নিয়ে অরুণাচলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহরলাল খৈট্টার, উষ্ণ স্বাগত মুখ্যমন্ত্রী পেমার

ইটানগর, ৮ জুলাই (হি.স.) : উন্নয়নের ডালি নিয়ে অরুণাচল প্রদেশে এসেছেন কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ, আবাসন এবং নগর বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার। রাজ্যে তাঁকে উষ্ণ স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহরলালের সফর প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী খান্ডু বলেন, অরুণাচল প্রদেশের উন্নয়ন তথা জনগণের উপকারলব্ধ বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগের পথ প্রশস্ত করতে তাঁর এই সফর। মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু বলেন, 'আমাদের রাজ্যের জন্য আজ এক উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত। আমরা উন্নয়ন এবং অগ্রগতির দিকে আমাদের সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টাকে আরও মজবুত করতে বদ্ধপরিকর।'

ভোটে জয় উদযাপন; বিনামূল্যে মদ বিলি কর্ণাটকে, ভিড় জমলো যুবক থেকে বৃদ্ধের

নেলামঙ্গলা (কর্ণাটক), ৮ জুলাই (হি.স.) : লোকসভা ভোটে জিতেছেন বলে কথা, আনন্দে বিনামূল্যে মদ বিলি করলেন কর্ণাটকের চিক্কাবল্লাপুরের বিজেপি সাংসদ কে সুধাকর। আর সেই মদ সংগ্রহ করতে ভিড় জমলো যুবক থেকে বৃদ্ধের। লাইনে দাঁড়িয়ে ফ্রিতে মদ সংগ্রহ করলেন বিপুল সংখ্যক মানুষ।

এভাবেই লোকসভা নির্বাচনে নিজের উদযাপন করলেন চিক্কাবল্লাপুরের বিজেপি সাংসদ কে সুধাকর। খালি হাতে পাঠালেন না কাউকেই। মদের বোতল নিয়ে যুবক থেকে বৃদ্ধরা ফিরলেন নিজেদের বাড়িতে, ফ্রিতে মদ পেয়ে সবাই বেজায় খুশি। সোমবার আয়োজিত এক অনুষ্ঠান থেকে ফ্রিতে মদের বোতল বিতরণ করা হয়।

এই মদ বিলি নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক, এ প্রসঙ্গে বেঙ্গালুরু গ্রামীণের পুলিশ সুপার সি কে বাবা বলেছেন, 'আবগারি দফতর অনুমতি দিয়েছে এবং পুলিশকে ব্যবস্থাপনার ওপর নজর রাখতে বলা হয়েছে। এতে পুলিশ বিভাগের কোনও দোষ নেই, অনুমতি দেওয়ার দায়িত্ব আবগারি দফতরের।'

বৃষ্টিতে বেহাল অবস্থা মুম্বইয়ে, যাবতীয় প্রস্তুতির কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডে

মুম্বই, ৮ জুলাই (হি.স.) : রাতভর প্রবল বৃষ্টিতে থমকে গেল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। ট্রেন বাতিল হল, জল জমে বন্ধ হল রাস্তা, ট্র্যাফিক জ্যামে নাস্তানাবুদ হলেন ব্যস্ত শহরের মানুষজন, মন্থর গতি দেখা গেল বিমান পরিষেবাতেও। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ পর্যায়ে পৌঁছল যে, সোমবার সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনটিতে স্কুল ও কলেজে ছুটি ঘোষণা করতে বাধ্য হল প্রশাসন। জরুরি দরকার ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোতেও বারণ করা হল মুম্বইবাসীকে। এই পরিস্থিতিতে যাবতীয় প্রস্তুতির কথা জানালেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'সব রাস্তায় যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে। শহরের সমস্ত জল জমে যাওয়া স্থানে বিএমসি-র ঊর্ধতন অফিসাররা উপস্থিত রয়েছেন। রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, এনডিআরএফ, বিএমসি সতর্ক রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম হাইওয়ে এবং সমস্ত রেললাইনে পরিষেবা শুরু হয়েছে। এনডিআরএফ দল রাজ্যের তিনটি উপকূলীয় জেলায় পৌঁছেছে। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীও সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।"

মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে এদিন উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন; সেই বৈঠকে সমস্ত এজেন্সিগুলিকে উচ্চ সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেন। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'রবিবার রাত থেকে মুম্বইয়ে ৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, রেলওয়ের প্রায় ২০০টি জলের পাম্প এবং ৪০০টিরও বেশি বিএমসি জলের পাম্প জল নিষ্কাশনের জন্য পরিষেবাতে রয়েছে। কেন্দ্রীয় এবং হারবার লাইনে ট্রেন পরিষেবা আবারও চালু হয়েছে।'

রুজির প্রশ্নে বিপন্ন বাংলা, সমীক্ষার রিপোর্টের নজীর দিয়ে দাবি বিজেপি-কর্তা জগন্নাথের

কলকাতা, ৮ জুলাই, (হি .স): "বাংলার ১২টা বেজে গিয়েছে। জানিনা, বাঙালি তা কবে বুঝবে।" জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার সমীক্ষার দুটি রিপোর্টের নজীর দিয়ে সোমবার এই অভিযোগ করলেন বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, "আজ আপনাদের পশ্চিমবঙ্গের করুণ অবস্থার কথা দেখাবো। এরাজ্যে সরকারি চাকরি নেই, বড় তেমন কল কারখানা নেই, পরিষেবা ক্ষেত্রে বৃহৎ সংস্থাগুলিতে মোটা মাইনের চাকরি নেই। ছিল কি? ছিল ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র ছোট ছোট ব্যাবসা। যেগুলি করার জন্য সরকারের কাছ থেকে তেমন কোনও অনুমোদনও নিতে হয় না। পশ্চিমবঙ্গের বেকারদের এমন ছোট ছোট ব্যবসাতেই কাজ জুটত। কেউ বাবার অবসরের টাকায় একটা দোকান দিয়েছে, জমি বিক্রি করে শহরে এসে একটা মোবাইলের বা খাবারের দোকান করেছে, লোন নিয়ে একটা কাঁথাস্টিচের শাড়ি বানানোর ব্যবসা করেছে, সেলুন করেছে, মাছ বিক্রি করছে ইত্যাদি। এতেই পেট চলছিল বাঙালির। এ বছর জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার যে সমীক্ষা এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, গত বছরের তুলনায় এ রাজ্যে এই ধরনের দোকানের সংখ্যাও কমে গিয়েছে। যার মানে, সরকারি চাকরি, বেসরকারি সংস্থায় মোটা মাইনের চাকরি, কারখানার কাজ তো ছিলই না, এবার শাড়ির দোকান, ওষুধের দোকানেও আর কাজ জুটছে না। ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় ২০২২-২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৩০ লক্ষ বেকারের কাজ চলে গিয়েছে বা কমে গিয়েছে। এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় অবদান। শাসকের অপদার্থতার জন্য ঘরকুনো বাঙালির ঘরের কোনায় দোকানের কাজও চলে যাচ্ছে। কারণ দোকানও আর চলছে না, দোকান তখনই চলবে যখন তৃণমূলী চক্রের হাতেই না, পয়সা থাকবে সাধারণ মানুষের হাতে। রোজগার করবে সাধারণ মানুষ। যা তৃণমূলের আমলে তলানিতে।"

টেট উত্তীর্ণদের বিকাশ ভবন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি .স) : ২০২২ সালের টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কিন্তু দু'বছর হয়ে গেলেও তাঁরা বঞ্চিত। নিয়োগের কোনও চিহ্নই নেই। তাই সোমবার বিকাশ ভবন অভিযান করল ডিএলএড ঐক্যমঞ্চ। তাদের সেই অভিযানে তৈরি হয় দক্ষযজ্ঞ পরিবেশ। সোমবার সকালে সল্টলেক করুণাময়ী মেট্রো স্টেশনের সামনে ২০২২ সালের টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা এসে পৌঁছলে তাঁদের পুলিশের বাধার মুখে পড়তে হয়। বিধাননগর পুলিশ তাদের কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। এই অভিযানকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। পুলিশের সঙ্গে কার্যত সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন ঐক্যমঞ্চের সদস্যরা।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, তাঁরা মূলত নিয়োগ চান। ২০২২ সালে টেট হওয়ার পর ফল বেরোলে বলা হয়েছিল বছরে ২ বার নিয়োগ হবে। কিন্তু এখন দেড় বছর কেটে গেলেও নিয়োগ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করা হচ্ছে না। একজন টেট উত্তীর্ণদের বক্তব্য, তাঁদের দোষ কোথায় সেটাই বুঝতে পারছে না তাঁরা। তাই দ্রুত যাতে তাঁদের নিয়োগ করা হয় সেই আর্জি তাঁরা জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে। একই সঙ্গে তাঁরা স্পষ্ট বলছেন, সোমবারের এই বিকাশ ভবন অভিযান ইন্টারভিউ নোটিসের দাবি জানানোর জন্য করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন ১০ লক্ষ শূন্যপদ আছে, শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন ভোটের পর নিয়োগ হবে, তা সত্ত্বেও এখনও কোনও পদক্ষেপ কেন নেওয়া হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তুলছে ডিএলএড ঐক্যমঞ্চ। যে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কবে পূরণ হবে, সেই উত্তরের অপেক্ষা করছেন সকলে।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice inviting e-tender

PNIe-T-No: 02/EE/DIV-I/AMC/2024-25 **Dated:- 05/07/2024**

The Executive Engineer, PW DIV-I, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl. No.	DNIET. No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	D.N.I.E.T No: 07/EE/DIV-I/AMC/2024-25	Rs.6,81,750/-	Rs.13,635/-	45 (Forty five) days

1. Last date and time for document downloading / bidding: **11-07-2024 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs.**
2. Time and date of opening of bid : **11-07-2024 at 16.00 Hrs if possible.**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
Executive Engineer,
PW Division-I,
Agartala Municipal Corporation

No. 1194-1212/F.140/SD-I/2010 Dated : the 5th July 2024

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
Electrical Division,
AGARTALA : TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation, West Tripura invites on behalf of the Hon'ble Mayor, Agartala Municipal Corporation" percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies having experienced in similar nature of works / appropriate class of Internal Electrical Elistment registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 25-07-2024 for the following works:-

Sl. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING
1	DNIeT EE (Elect)/AMC/11/2024-25	₹2,87,653.00	₹5,753.00	10 (Ten) days	Date : 25-07-2024 Time : 15:00 Hrs.

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripura tenders.gov.in

For and on belhalf of Hon'ble Mayor, AMC
Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation

কিডনি প্রতিস্থাপন

● প্রথম পাতার পর

তত্ত্বাবধানে এই প্রতিস্থাপন করতে হয়। সেই অনুযায়ী সিজা হাসপাতালের সাথে মৌ স্বাক্ষরিত হয়। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পর আজ পর্যায়ক্রমে এই সফলতা এসেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, এদিন যার কিডনির প্রতিস্থাপন করা হয়েছে সেই মা ও ছেলে মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু অনুষ্ঠানে এসে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসক মন্ডলীকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জানান। পরবর্তী সময়ে কমিটিতে থাকা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং সিজা ফাউন্ডেশন এর সদস্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এই কিডনি প্রতিস্থাপনের যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হয়। তড়িঘড়ি সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। কিছু পরীক্ষা ত্রিপুরাতে হয় না সেগুলি বহিরাজ্য থেকেও করানো হয় বলে জানিয়েছেন তিনি। আর তারপরেই আজকের দিনটি নির্ধারণ করা হয় কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য।

তিনি আরো জানিয়েছেন, এই রোগীর আয়ুষ্মান কার্ড ছিল। যার ফলে এই কিডনি প্রতিস্থাপনের যাবতীয় খরচ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি মনিপুর থেকে যে সিজা ফাউন্ডেশন এর টিমকে আনা হয়েছে তাদেরও যাবতীয় খরচ ত্রিপুরা সরকার বহন করেছে। যদিও সিজা হাসপাতালের চিকিৎসকেরা কোন ধরনের ফি দাবি করেননি।

এদিনের এই কিডনি প্রতিস্থাপনে সিজা হাসপাতালের তরফে ছিলেন টিম প্রধান নেফ্রোলজিস্ট ডাঃ ডুলিভার্ড, ডঃ সমরেন্দ্র, ড: কেনিডি, ডা: মহারমম মেহেলে, ডা: দীনেশ, ডক্টর রুপু, নার্সিং অফিসার রেমাপুকম, প্রেম কুমার সিং, সগ্রাম রিফাস্প, টেকনিশিয়ান ইনোবিসি এবং নরেশ।

এদিকে প্রতিস্থাপনে রাজ্যের পক্ষে টিমে ছিলেন ইউরোলজিস্ট ডাঃ বিজিত লোধ, নিউরোলজিস্ট ডাঃ মুকুট দেবনাথ, নেফ্রলজিস্ট ডাঃ মানষ গোপ, নেফ্রলজিস্ট ডাঃ সমরেশ পাল, এনেস্থশিওলজিস্ট ডাঃ তপন দেববর্মা, ডাঃ ভাস্কর মজুমদার, ডাঃ অনুপম চক্রবর্তী, নার্সিং অফিসার দীপ্তনু সূত্রধর, ঈশান দেব, সুমিতা সিংহ, প্রসেনজিৎ মহাজন, নবজিৎ ত্রিপুরা। এছাড়াও সম্পূর্ণ সুপারভাইজারের দায়িত্বে ছিলেন নার্সিং অফিসার হিমাদ্রি কর, তপতী চক্রবর্তী।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র কিডনি প্রতিস্থাপনই নয়, লিভার প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রথম সফল কিডনি প্রতিস্থাপনে রাজ্যের অন্যান্য রোগীরাও রাজ্যেই কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য এগিয়ে আসবেন। এই উদ্যোগ রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন উপস্থিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।

নেশা কারবারিকে

● প্রথম পাতার পর

ভিত্তিতে গতকাল রাতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। ওই সময় এক যুবক ঘটনাস্থলে আসলে তাঁকে আটক করা হয়। তাকে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে ছোট প্লাস্টিকের প্যাকেটে তরল ঠাণ্ডা পানীয় উদ্ধার হয়েছে। যা দেখতে অনেকটা পেপসি আইসক্রিমের মতো। সাথে সাথে ওই যুবককে আটক করা হয়েছে। সে স্বীকার করেছে তাকে এই তরল পদার্থটি বিক্রি করার জন্য বলা হয়েছিল।

মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

পরিচয় পাওয়া যায়নি। মৃতব্যক্তির কাছ থেকে ইন্দ্রজিৎ শীল নামে একটি আধার কার্ড পাওয়া গেছে বলে জানান মহকুমার পুলিশ আধিকারিক। তবে সঠিকভাবে এখনো পরিচয় পাওয়া যায়নি বলে জানান মহকুমার পুলিশ আধিকারিক। এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত তিন জনকে সন্দেহজনকভাবে আটক করা হয়েছে। হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের আটক করতে মাঠে নেমেছে বাইখোড়া থানার পুলিশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বালুরঘাটে উদ্ধার বিরল প্রজাতির কচ্ছপ

বালুরঘাট, ৮ জুলাই (হি. স.) : পাচারের আগে উদ্ধার হলো ৫টি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। সোমবার দুপুরে ফারাক্কা এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার হয় কচ্ছপগুলি। কচ্ছপগুলির ওজন প্রায় ৩৩ কেজি। এদিন বিকেলে বালুরঘাট বন দফতরের হাতে কচ্ছপগুলি তুলে দেওয়া হয়। যদিও এই ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি বলে জানা গেছে। কচ্ছপগুলি পাচারের জন্য নিয়ে আসা হচ্ছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

জানা গিয়েছে, এদিন বালুরঘাটে আসা ফারাক্কা এক্সপ্রেসের স্লিপার কোচ থেকে সকল যাত্রী নেমে গেলেও দুটি ব্যাগ বাথরুমের পাশে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ। তা দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। তা খুলতেই দেখা মেলে কচ্ছপের। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কচ্ছপগুলি ভিনরাজ্য থেকে নিয়ে আসা। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

গুরুতর আহত

● প্রথম পাতার পর

ইসলামের পায়ে আটকে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে কৃষিজমি থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দ্রুত আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে।

গেলেন রাহুল

● প্রথম পাতার পর

যান এবং ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া বন্যা-দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর এদিনই মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে পৌঁছেছেন রাহুল গান্ধী।

অনাথ শিশুকে দত্তক নিলেন বার্সেলোনার এক মহিলা

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৮ জুলাই, (হি .স): ছয় বছরের এক অনাথ শিশুকে দত্তক নিলেন স্পেনের বার্সেলোনার এক মহিলা। গত বছর এপ্রিলে খড়্গপুর রেলস্টেশন থেকে ওই শিশুটিকে উদ্ধার করে প্রশাসন। তাকে রাখা হয়েছিল মেদিনীপুর সরকারি বিদ্যাসাগর বালিকা ভবনে।

নিয়ম অনুযায়ী, সরকারি পোর্টালে শিশুটির বিস্তারিত বিবরণ দেয় প্রশাসন। তার পর গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে শিশুটিকে দত্তক নেওয়ার জন্য আবেদন করেন বার্সেলোনার ওই বাসিন্দা। তিনি একটি সরকারি পদে কর্মরত। অথোরাইজড ফরেন অ্যাডপশন এজেন্সি (এএফএএ)- র মাধ্যমে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রশাসন বিভিন্ন সরকারি প্রক্রিয়া শেষ করে। ইচ্ছুক 'সিঙ্গল মাদার'-এর পরিবারের খোঁজখবর নেওয়ার পর ভিসা তৈরি করা হয় শিশুটির। সোমবার মেদিনীপুরে এসে পৌঁছোন স্পেনের ওই মহিলা। সোমবার জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি তাঁর অফিসকক্ষে শিশুটির কাগজপত্র, ভিসা ওই মহিলার হাতে তুলে দেন।

অঘটন, প্রয়াত উষা উত্থুপের স্বামী

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি. স.) : আচমকাই অঘটন! স্বামীকে হারালেন ঊষা উত্থুপ। জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে সমস্ত কিছু ঠিকঠাকই ছিল। আচমকাই অস্বস্তি বোধ করেন ঊষা উত্থুপের স্বামী জানি চাকো উত্থুপ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বালিগঞ্জ সংলগ্ন এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে সঙ্গীতশিল্পীর স্বামীর। জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত ঊষাকে আগলে রেখেছিলেন জানি। দু'জনের প্রথম দেখা হয়েছিল কলকাতাতেই। সেসময় ঊষা ছিলেন বিবাহিত। তাঁর প্রথম স্বামীর নাম ছিল রামু। রামুর কাছেই জানি জানিয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রীকে ভালবেসে ফেলেছেন তিনি। ঊষাও কোথাও গিয়ে বুঝেছিলেন তাঁর মন বাঁধা রয়েছে জানির কাছে। রামুর সংসার ছেড়ে জানির হাত ধরেছিলেন ঊষা। জানিও কথা দিয়েছিলেন সারাজীবন তাঁর পাশে থাকার। থেকেওছেন। অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে তাঁকে সবসময় পাশে পেয়েছেন এই গায়িকা। এতদিনের একসঙ্গে পথচলা শেষ হল অবশেষে। চলে গেলেন তাঁর মনের মানুষ।

শেষ হল বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচারের পালা

কলকাতা, ৮ জুলাই, (হি .স): লোকসভা নির্বাচন মিটতেই আবার ভোট। পশ্চিমবঙ্গের চারটি বিধানসভা কেন্দ্র-সহ বুধবার উপনির্বাচন হবে দেশের মোট সাতটি রাজ্যের ১৩টি বিধানসভা আসনে। সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় শেষ হয়েছে প্রচারের পালা। আগামী বুধবার (১০ জুলাই) পশ্চিমবঙ্গের রানাঘাট দক্ষিণ, বাগদা, মানিকতলা, রায়গঞ্জের পাশাপাশি মোট ১৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে। ভোটগণনা হবে ১৩ জুলাই। মানিকতলায় বিধায়ক সাধন পাণ্ডের মৃত্যুর কারণে উপনির্বাচন হচ্ছে। রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ এবং বাগদায় ২০২১-এর নীলবাড়ির লড়াইয়ে জয়ী তিন বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, মুকুটমণি অধিকারী ও বিশ্বজিৎ দাস পদত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দিয়ে লোকসভায় প্রার্থী হওয়ায় আবার ভোট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে।

"ভালোবাসার বিয়ে মেনে নেয়নি বাবা-মা, খুনও করতে পারে", হাইকোর্টে তরুণীর অভিযোগ

কলকাতা, ৮ জুলাই, (হি .স) : অভিযোগ ছিল, মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে। আটকে রাখা হয়েছে তাঁকে। এই বিষয়ে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না। ওই তরুণীর বাবা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন। কিন্তু সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে ওই তরুণী বলেন, প্রেম করে বিয়ে করার জন্য পরিবারের সদস্যরা ওই বিয়ে মানেননি। উল্টে তাঁকে খুন করতে চান। বিশ্বভারতীর পড়ুয়ার কাছে এমনই আশঙ্কার কথা জেনে চরম বিষ্ময় প্রকাশ করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সোমবার এই মামলার প্রেক্ষিতেই কলকাতা হাইকোর্টে শুনানি হয়। সেখানেই পরিবারকে নিয়ে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন তরুণী। তিনি বলেন, 'তাঁর প্রেম করে বিয়ে পরিবারের সদস্যরা মেনে নিতে পারেননি।' তরুণীর এই কথায় বিস্মিত বিচারপতি নির্দেশ দেন, 'কোনওভাবেই যাতে ওই মেয়েটির কোনও ক্ষতি না হয় তা দেখতে হবে ইলমবাজার থানাকে। ওই তরুণী কোনও সমস্যায় পড়লে থানায় জানাবেন। ২৮ জুন এই মামলার পূর্ববর্তী শুনানি হয়েছিল। আদালতের আগের শুনানিতে জারি করা নির্দেশ মোতাবেক এদিন মেয়েটিকে হাজির করা হয়েছিল এজলাসে।

বন্যা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোপ ভুটানকে

কলকাতা, ৮ জুলাই, (হি .স) : "ভুটান থেকে জল আসছে, যার জেরে ভুগতে হচ্ছে বাংলাকে। উত্তরবঙ্গ রীতিমতো বেহাল।" সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বন্যা নিয়ে তোপ দাগলেন ভুটানকে। একাধিক রাস্তায় নেমেছে ধস। যার জেরে শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সিকিমের। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ভূটানের জল আসছে প্রতি বছর। সিকিম যখন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র করল কেন্দ্রের দেখা উচিত ছিল। ওটার জন্য আজ মানুষকে ভুগতে হচ্ছে। জলপাইগুড়ির মানুষ জানেন, আগে করোলা নদী ভাসত। আমরা ২০ কোটি টাকা খরচ করেছি। ভূটানের জলে এখন আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ভাসছে।"

শাহবাগ অবরোধ কর্মসূচি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের

রাজীব দে, ঢাকা, ৮ জুলাই (হি.স.) : রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ শাহবাগ মোড়ে অবসান ধরনা কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা। হাইকোর্ট কর্তৃক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা সহ ৫৬ শতাংশ কোটা পুনর্বহালের আদেশের বিরুদ্ধে এবং ২০১৮ সালের পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে চতুর্থ দিনের মতো শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। এতে সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে শাহবাগ অচল হয়ে পড়েছে। এ সময় যানবাহনগুলোকে বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করতে হয়েছে।

শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হল থেকে আলাদা ব্যানারে বের হয়ে বিকাল তিনটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সামনে জড়ো হন। পরে সেখান থেকে বিশাল মিছিল নিয়ে হল পাড়া-ভিসি চত্বর-টিএসসি-বকশিবাজার-বুয়েট-ইডেন কলেজ-হোম ইকোনমিকস-নীলক্ষেত-টিএসসি হয়ে বিকেল পাঁচটায় শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা। তাঁরা স্লোগানে মুখরিত করে শাহবাগ অবরুদ্ধ করে রাখেন।

শিক্ষার্থীরা শাহবাগ মোড়ে বসে স্লোগান দিচ্ছেন। এতে ফার্মগেট-শাহবাগ, শাহবাগ-পল্টন-মগবাজার রোড, শাহবাগ-সায়েন্সল্যাব রোড এবং শাহবাগ-পুরানা-পল্টন মোড় সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় সাধারণ জনতা গাড়ি ছেড়ে হেঁটে গন্তব্যের পথে রওয়ানা হন। তবে অ্যাম্বুলেন্স চলাচলের জন্য শিক্ষার্থীরা রাস্তা করে দেন।

আন্দোলনকারী জনৈক শিক্ষার্থী বলেন, আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশাল মিছিল নিয়ে আমরা বুয়েট, ইডেন কলেজ, হোম ইকোনমিকস কলেজ ঘুরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে শাহবাগে জড়ো হয়েছি। শিক্ষার্থীরা বলেন, আমাদের দাবি আদায় না-হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবেই।

শিক্ষার্থীরা 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই, বাধা আসবে যেখানে লড়াই হবে সেখানে', 'অবরোধ অবরোধ, শাহবাগ অবরোধ', 'দফা এক দাবি এক, কোটা নট কাম ব্যাক', 'সংবিধানের / মুক্তিযুদ্ধের মূলকথা, সুযোগের সমতা', 'সারা বাংলায় খবর দে, কোটা প্রথার কবর দে', 'দালালি না-রাজপথ, রাজপথ রাজপথ,' 'আঠারোর হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার', 'জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্রসমাজ জেগেছে', 'লেগেছে রে লেগেছে, রক্তে আগুন লেগেছে', 'কোটা প্রথা, বাতিল চাই বাতিল চাই', 'কোটা প্রথার বিরুদ্ধে, ডাইরেক্ট অ্যাকশন', 'কোটা না-মেধা, মেধা মেধা', 'আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম', 'মুক্তিযুদ্ধের বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই' ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন। কবিতা আবৃত্তি সহ বিভিন্ন ধরনের গানও পরিবেশন করেন তাঁরা।

শিক্ষার্থীরা চার দফা দাবিতে তাঁদের আন্দোলন চালিয়ে যাবেন এবং সড়ক অবরোধ করে তাঁরা সেখানে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।

তাঁদের চার দফা দাবি যথাক্রমে ১. ২০১৮ সালে ঘোষিত সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতি বাতিল ও মেধাভিত্তিক নিয়োগের পরিপত্র বহাল রাখা। ২. পরিপত্র বহাল সাপেক্ষে কমিশন গঠনপূর্বক দ্রুত সরকারি চাকরির সমস্ত গ্রেডে অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা বাদ দেওয়া (সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী ব্যতীত), ৩. সরকারি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় কোটা সুবিধা একাধিকবার ব্যবহার করা যাবে না এবং কোটায় যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে শূন্যপদগুলোতে মেধা অনুযায়ী নিয়োগ দেওয়া এবং ৪. দুর্নীতিমুক্ত, নিরপেক্ষ ও মেধাভিত্তিক আমলাতন্ত্র নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

মৎস্যজীবীদের অবস্থান বিক্ষোভ ক্যানিংয়ে

ক্যানিং, ৮ জুলাই (হি.স.) : মৎস্যজীবীদের উপর নতুন নতুন নির্দেশিকা জারির প্রতিবাদে মৎস্যজীবীরা একত্রিত হয়ে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করলেন ক্যানিংয়ে। সোমবার দুপুরে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের দফতরের সামনেই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন প্রায় হাজার খানেক মৎস্যজীবী। সুন্দরবন মৎস্যজীবী রক্ষা কমিটির উদ্যোগে এদিন এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। আন্দোলনকারীদের দাবি, বিনা কারণে বিএলসি বাতিল সহ মৎস্যজীবীদের উপর বন দফতরের নানারকম অত্যাচারের প্রতিবাদে তাঁরা একত্রিত হয়ে আন্দোলনে নেমেছেন। সংগঠনের সভাপতি শম্ভু সাহা বলেন, "দিনের পর দিন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অত্যাচার বেড়েই চলেছে মৎস্যজীবীদের উপর। বিএলসি কেঁড়ে নেওয়া, জাল, নৌকা কেঁড়ে নেওয়া, মোটা টাকা ফাইন করা। মাছ, কাঁকড়া কেঁড়ে নেওয়ার মত অভিযোগও রয়েছে ব্যাঘ্র প্রকল্পের বিরুদ্ধে। সর্বোপরি বিএলসি বাতিল করা হবে বলে ওনারা নির্দেশিকা জারি করেছেন। এই তুঘলকি নির্যাতনের প্রতিবাদে আমরা পথে নেমেছি।" সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন, " আমরা সেই বিএলসিগুলো বাতিল করবো বলেছি যেগুলোর হোল্ডাররা মারা গিয়েছেন। যারা মৎস্যজীবী নন তাঁদের অনেকেই এই বিএলসি ভাড়ায় খাটাচ্ছেন। তবে মৎস্যজীবীদের দাবিগুলোও ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

বাসন্তীতে স্লুস গেট ভেঙে জলমগ্ন গোটা গ্রাম

বাসন্তী, ৮ জুলাই (হি.স.) : স্লুস গেট ভেঙে বিপত্তি। মাতলা নদীর নোনা জল ঢুকে জলমগ্ন হয়ে পড়ল গোটা গ্রাম। বাসন্তীর গৌরদাস পাড়া এলাকার ঘটনা। সোমবার দুপুরে আচমকাই স্লুস গেট ভেঙে যায় বলে দাবি স্থানীয়দের। আর সেখান থেকেই নোনা জল ঢুকে পড়ে গ্রামে।

গ্রামবাসীদের দাবি, অমাবস্যার ভরা কটালের কারণে নদীতে জলস্ফীতি দেখা দেয়। সেই জলের চাপেই কার্যত এই স্লুস গেট ভেঙে যায়। এরফলে এলাকার প্রচুর কৃষিজমি নোনা জলে ডুবে গিয়েছে। বীজতলাও নোনা জলে ডুবে গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। এই মরশুমে এই জমিগুলিতে চাষও হবে না বলেই আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা। ফলে এলাকার সাধারণ মানুষ যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হলেন এই ঘটনায় তেমনি চাষিরাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামলী দিন্দা, বৃহস্পতি দিন্দারা বলেন, " জমি লিজ নিয়েছিলাম চাষ করবো বলে। বীজতলাও করেছিলাম কিন্তু সব নষ্ট হয়ে গেল। কিছুদিন আগেই এই স্লুস গেট তৈরি হয়েছিল। কিভাবে এই কদিনের মধ্যে সেটা ভেঙে গেল বুঝতে পারছি না। সেচ দফতর নিশ্চয়ই ঠিকমত কাজ করেনি। এই ক্ষতিপূরণ কে দেবে?" বাসন্তীর বিডিও সঞ্জীব সরকার বলেন, "স্লুস গেট ভেঙে গ্রামে জল ঢুকেছে শুনেছি। তরিঘরি সেচ দফতরকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। স্লুস গেট মেরামতির কাজ চলছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

কাঠুয়ায় ফের সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াই

শ্রীনগর, ৮ জুলাই (হি. স.) : ফের জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা। ফের আক্রান্ত ভারতীয় সেনার গাড়ি। সোমবার কাঠুয়া জেলায় সেনার একটি গাড়ি লক্ষ্য করে জঙ্গিরা অতর্কিতে গ্রেনেড ও গুলি ছুড়তে শুরু করে বলে জানা গিয়েছে। পাল্টা জবাব দিতে শুরু করে সেনাও। গুলির লড়াই অব্যাহত। এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ঘটনার পরই এলাকা ঘিরে ফেলেছে নিরাপত্তাবাহিনী। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিনে জম্মু ও কাশ্মীরে উত্তেজনা ফের বেড়েছে। প্রায় প্রতিদিনই সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষের খবর আসছে। ৪৮ ঘণ্টা আগে এই কাঠুয়া জেলাতেই সেনার উপর হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা।

জয়ের রাস্তায় ফিরল ডায়মন্ড হারবার

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি.স.): কলকাতা ফুটবল লিগে এরিয়ানকে হারিয়ে তিন পয়েন্ট ঘরে তুলল ডায়মন্ড হারবার। পেনাল্টি থেকে গোল করেন রাহুল পাসোয়ান। পেনাল্টি থেকে গোলে খুশি নয় এরিয়ানস। ম্যাচে প্রাধান্য ছিল ডায়মন্ডহারবারের। প্রথম ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছিল ডায়মন্ড হারবার। দ্বিতীয় ম্যাচেই বিএসএসের কাছে আটকে যায় তারা। এরপর তৃতীয় ম্যাচে এরিয়ানের বিরুদ্ধে জয় পেল ডায়মন্ড হারবার। এরিয়ান দুটি ম্যাচ খেলে জয় পেয়েছে একটি। গতবার সাড়া জাগিয়ে লিগ শুরু করলেও ডায়মন্ড হারবার লিগ জিততে পারেনি। এবার লিগ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে নেমেছেন কিবু ভিকুনার ছেলেরা।

মালদা গার্লস হাই স্কুলে গোখরো সাপ, চাঞ্চল্য ছড়াতেই কর্তৃপক্ষ বন দফতরের শরনাপন্ন

মালদা, ৮ জুলাই (হি .স): সোমবার মালদা গার্লস হাই স্কুল চত্বর থেকে একের পর এক গোখরো সাপ পাওয়া গিয়েছে। অন্তত আটটি গোখরো উদ্ধার হয়েছে। আরও সাপ থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। জানা যাচ্ছে, স্কুলের নৈশপ্রহরীর জন্য বরাদ্দ ঘর এবং তার আশপাশের এলাকা থেকে সোমবার পর পর কয়েকটি গোখরো উদ্ধার হয়। প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা হয় ওই স্কুলে। ছাত্রীর সংখ্যা সব মিলিয়ে প্রায় দেড় হাজার। সোমবার স্কুল চলাকালীন সাপ পাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াতেই বন দফতরের সাহায্য চান স্কুল কর্তৃপক্ষ।

মুম্বইয়ে মহিলার ওপর দিয়ে চলে গেল ট্রেন, প্রাণে বাঁচলেন বরাতজোরে

মুম্বই, ৮ জুলাই (হি. স.) : ভিড় ঠেলে ট্রেনে উঠতে গিয়ে বিপত্তি। মহিলার শরীরের উপর দিয়ে চলে গেল ট্রেন। তবে বরাতজোরে প্রাণে বাঁচলেন ওই মহিলা। কিন্তু ট্রেনের চাকায় তাঁর পা কাটা পড়ে। সোমবার সকালে মুম্বইয়ের বেলাপুর স্টেশনে এই ঘটনায় চমকে যান প্রত্যক্ষদর্শীরা। জানা গেছে, ওই মহিলা থানে যাচ্ছিলেন।জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিন ভিড় ঠেলে উঠতে পারলেও এদিন অত্যধিক ভিড় হওয়ায় ট্রেন ধরতে পারেননি ওই মহিলা। ঠেলাঠেলি করে ভিড় কামরায় উঠতে গিয়ে পা হড়কে রেললাইনে পড়ে যান তিনি। ততক্ষণে ট্রেনটি প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে দিয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই রেল পুলিশ এবং অন্যান্য যাত্রীরা চালককে জানান। তৎক্ষণাৎ ট্রেন থামিয়ে দেন চালক। তবে তার আগেই ট্রেনের একটি বগি মহিলার শরীরের উপর দিয়ে চলে যায়। পরে চালক ট্রেনটিকে পিছনের দিকে নিয়ে যান। দেখা যায়, ট্র্যাকের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন আহত যাত্রী। তার পা দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে। তড়িঘড়ি পুলিশকর্মীরা রেললাইনে নেমে জখম মহিলা যাত্রীকে তুলে আনেন। এরপর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। প্রাণ বাঁচলেও পা বাদ যায় ওই মহিলা যাত্রীর।উল্লেখ্য, প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বই। সোমবার বৃষ্টির জেরে অনেক ট্রেন বাতিল হয়। যার ফলে বাকি ট্রেনগুলিতে ভিড় উপচে পড়েছিল এদিন। স্টেশনে কোনও ট্রেন আসতেই তাতে ওঠার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

বর্ষায় পাহাড়ে না যাওয়ার আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা,৮ জুলাই, (হি স) : সোমবার নবান্ন বৈঠকে উত্তরবঙ্গের বিপর্যয় নিয়ে উদ্বেগের শুরু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। আটকে থাকা পর্যটকদের ফিরিয়ে আনার বিষয়ে প্রশাসনকে তৎপর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মনিটরিং সিস্টেম নিয়ে কেন্দ্রকে ভর্ৎসনা মুখ্যমন্ত্রীর।ভারী বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের বহু জায়গায় নদীর পার ভেঙেছে।আগামী দিনে বন্যার তীব্র আশঙ্কা রয়েছে।ফলে ভরা বর্ষায় পাহাড়ে অ্যাডভেঞ্চার অথবা ঘুরতে না যাওয়ার আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কালিম্পংয়ের রাস্তায় ধস নামছে, বলে রাজ্যের জনগণকে সাবধান করেন তিনি। সোমবারের বৈঠকে তিনি বলেন পাহাড়ি এলাকাগুলিতে আর্মি যাতায়াত করে, ফলে রাস্তা ভাঙলে কেন্দ্রকে সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে।রাস্তায় ধস নামলে সিচুয়েশন রিস্টোর করা আর্মিদের দায়িত্ব।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভুটানের জল এবং বৃষ্টির জল ঢুকে বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে বন্যার আশঙ্কার কথা সোমবার জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সঙ্গে, সম্ভাব্য দুর্যোগের মোকাবিলায় সব রকম সতর্কতার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মমতা নবান্নে সাংবাদিকদের বলেন, "উত্তরবঙ্গের বিষয়ে রিপোর্ট পেয়েছি। বন্যার আশঙ্কা রয়েছে। সেচ বিভাগ পর্যবেক্ষণ চালু করে। এ বারও হবে। যাতে সমস্যা হলে মানুষ যোগাযোগ করতে পারেন, তাই একটি নম্বর দেওয়া হবে।" বন্যা নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, প্রয়োজনে সেচ দফতরে শিফটিং ডিউটি করা হবে। প্রয়োজনে ছুটি বাতিল হতে পারে। আলিপুরদুয়ারে ক্ষতি হয়েছে একটা। কালিম্পঙে পরিস্থিতি স্বাভাবিক। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস নেমেছে। পূর্ত দফতর (পিডব্লুডি) পর্যবেক্ষণ করছে। জিটিএর সঙ্গেও আলোচনা করা হবে।মমতা বলেন, "ত্রাণ দেওয়া হয় বন্যাগ্রস্ত এলাকার মানুষকে। কোচবিহারে মাথাভাঙা মহকুমা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১২টি ত্রাণ কেন্দ্র, ৬টি রান্নাঘর চালানো হচ্ছে। ৫০০ জন আশ্রয় নিয়েছেন। আমি গিয়ে দেখেছিলাম রাস্তায় জল। হেরিটেজ টাউন ঘোষণা করা হয়েছে। সেচ দফতরের অনেক বেশি কাজ। সব বিভাগের মধ্যে সমন্বয় দরকার।" মমতা বলেন, "তুফানগঞ্জে ত্রাণকেন্দ্র চলছে। সব দেখতে হবে কাজ। ২৪ ঘণ্টার জন্য বিপর্যয় মোকাবিলার ব্যবস্থা হচ্ছে।" বিডিও, জেলাশাসকদেরও সচেতন করেন মমতা। শিফটিং ডিউটির কথাও জানিয়েছেন তিনি। মমতা বিভিন্ন বিষয়ে সাবধান করেন। বিদ্যুতের খুঁটি শক্ত করে লাগানোর কথাও বলেন। যাতে তা পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা না হয়।গ্রামে, শহরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার কথা বলেন তিনি। কৃষি দফতরের আধিকারিকদেরও সক্রিয় থাকার কথা বলেন। কখন ফসল কাটা হবে, তা নিয়ে কৃষককে সচেতন করতে বলেন।কোনও মনিটরিং সিস্টেম নেই কেন্দ্রের। বারবার বললেও কোনো অ্যাকশন নেওয়া হয় না। যার ফল ভুগছে মানুষ।উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এদিন বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গঙ্গা ভাঙন কেন্দ্রের দেখার কথা। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে দীর্ঘ ১০-১২ বছর ধরে সে দিকে নজর দিচ্ছেন না কেন্দ্র।

নবান্নে বাজার কমিটির সঙ্গে বৈঠক মমতার

কলকাতা, ৮ জুলাই, (হি .স) : বাজারে আনাজপাতির দাম বেড়ে গিয়েছে। মাছ-মাংসেও দামের ছ্যাঁকা। আমজনতার ক্ষোভ বাড়ছে। এই অবস্থায় মঙ্গলবার বিকেলে বাজার কমিটির সঙ্গে বৈঠক রয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সেখানে কথা বলা হবে বলে সোমবার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী মহরমে যাতে দুর্ঘটনা না হয়, সে দিকেও নজর রাখতে বলেন তিনি। তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ নিয়ে এখন থেকে পুলিশকে সক্রিয় হতে বলেন তিনি। জানান, সে দিন যাতে কোনও পথ দুর্ঘটনা না হয়, তা দেখতে হবে পুলিশকে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন আসবেন। এই নিয়ে রেলকে কড়া বার্তা দিয়ে তিনি বললেন, "উত্তরবঙ্গ থেকে লোক আসার জন্য তোমরা ট্রেন আমাকে ভাড়া দিলে, টাকা দেব। ভাড়া না দিলে অত জন মানুষকে নিরাপদে নিয়ে আসার দায়িত্ব তোমার।

ক্রীড়াঙ্গন

প্রভাত, জিমেনের জোড়া হ্যাটট্রিকে কেশব সংঘকে হারালো জম্পুইজলা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফের জয়ের ধারা অব্যাহত জম্পুইজেলা প্লে সেন্টারের। টিএফএ আয়োজিত সি ডিভিশন লিগ ফুটবলের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার আট গোলের বড় ব্যবধানে কেশব সংঘ কে পরাজিত করেছে। এটি জম্পু জেলার পক্ষে ষষ্ঠ ম্যাচের মাথায় পঞ্চম জয়। মাঝে একটি খেলায় পাস্তৌয় স্পোর্টিং সোসাইটি সঙ্গে ড্র ম্যাচ থেকে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছিল। এ পর্যন্ত অপরাজেয়র ধারা অটুট রেখে জম্পুই জেলা প্লে সেন্টার মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। এ গ্রুপ থেকে অপর দল হিসেবে ঐকতান যুব সংস্থা মূল পর্বের দোরগোড়ায় রয়েছে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সোমবার বেলা একটায় জম্পুইজলা প্লে সেন্টার অনেকটা একতরফা ভাবে কেশব সংঘ কে দুই অর্ধেই পর্যুদস্ত করেছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল দুই গোলে এগিয়ে ছিল। গোল শুরু খেলার ১০ মিনিটের মাথায়। এমন কি একেবারে অন্তিম মুহূর্তেও প্রতিপক্ষকে গোল করতে ছাড়েনি জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। প্রভাত কলই এবং

জিমেইন জমাতিয়ার জোড়া হ্যাট্রিক ম্যাচে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, বিশ্বজিৎ জমাতিয়া ও ধন্য সাধন জমা তিয়া একটি করে গোল করেছে। খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি বিজিত দলের সন্তোষকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। খেলার ১০ মিনিটের মাথায় অতিমাত্রায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি হাবার্ট দেববর্মাকে লাল কার্ড দেখিয়ে রেফারি মাঠ থেকে বের করে দেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, খোকন সাহা, চিরঞ্জিত দেববর্মা ও পল্লব চক্রবর্তী।

মাসুমের ৪ গোল, সোহেল-বিশালের জোড়া হ্যাটট্রিক

সবুজকে ১১ গোলে হারিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে জয়ে এগোচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দক্লাব। আবারও লাগাতর তিন ম্যাচে জয় তথা জয়ের হ্যাটট্রিক। মূল পর্বের লক্ষ্যে দাবিদার, বটে গোল ব্যবধানের নিরিখে লড়তে হচ্ছে সরোজ সংঘ ও ইকফাই ফুটবল ক্লাবের মধ্যে। তবে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে তুলে আনা ফুটবলারদের নিয়ে গঠিত দল স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব অনেকটা ভালো খেলে মূল পর্বের লক্ষ্যে এগোচ্ছে। সেটাই প্রশংসার দাবি রাখে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেল তিনটায় টি এফ এ-র সি ডিভিশন ফুটবলের বি গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব ১১ গোলের বিশাল ব্যবধানে সবুজ সংঘ কে পরাজিত করেছে। প্রথম গোল সোহেল মিয়ার পা থেকে। খেলার ৮ মিনিটের মাথায়। মাসুম আহমেদের চার গোল, সোহেল মিয়া ও বিশাল চৌধুরীর জোড়া হ্যাটট্রিক যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে। এছাড়া, সাজন মিয়া একটি গোল করেছে। পক্ষান্তরে সবুজ সংঘ গোল পরিশোধ করার সুযোগ পায়নি। এমনকি সামান্য প্রতিরোধও গড়তে পারেনি। এ দিকে খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি বিজয়ী দলের তিনজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী, খোকন সাহা, চিরঞ্জীব দেববর্মা ও আদিত্য দেববর্মা।

স্পোর্টস কাউন্সিলের আন্তঃ কোচিং সেন্টার ফুটবল টুর্নামেন্ট আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল আয়োজিত আন্তঃ প্লে সেন্টার ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৪ আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে। খেলা হবে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। আগামীকাল উদ্বোধনী ম্যাচ সকাল সাড়ে ৯ টায় পশ্চিম জেলা কোচিং সেন্টার ও বিলোনিয়া কোচিং সেন্টারের মধ্যে। উল্লেখ্য, চারটি কোচিং সেন্টার এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে। অপর দুটি কোচিং সেন্টার হলো সিপাহীজলা কোচিং সেন্টার ও ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট কোচিং সেন্টার। চারদলীয় লীগ ভিত্তিক টুর্নামেন্টে ম্যাচ হবে ছয়টি। প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে আজ, সোমবার। তবে খেলা শুরু হবে আগামীকাল থেকে। আগামীকাল সকাল বিকাল মিলিয়ে চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। উদ্বোধনী ম্যাচের পর সিপাহীজলা কোচিং সেন্টার খেলবে ঊনকোটি কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। তৃতীয় ম্যাচ বিলোনিয়া কোচিং সেন্টার বনাম সিপাহীজলা কোচিং সেন্টার এর মধ্যে। দিনের চতুর্থ তথা অন্তিম ম্যাচ ঊনকোটি কোচিং সেন্টার বনাম বিলোনিয়া কোচিং সেন্টারের মধ্যে। ১০ জুলাই সকাল সাতটায় প্রথম ম্যাচ পশ্চিম জেলা কোচিং সেন্টার বনাম সিপাহী জলা কোচিং সেন্টারের মধ্যে। লীগের অন্তিম ম্যাচ পশ্চিম জেলা কোচিং সেন্টার বনাম ঊনকোটি কোচিং সেন্টারের মধ্যে। ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের টুর্নামেন্ট কমিটির কনভেনার ফুটবল টুর্নামেন্টের লিগ সূচি ঘোষণা করেছেন।

আন্তঃ মহকুমা প্রেসক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০শে

আগরতলা, ৮ জুলাই।। বিগত বছরের মতো এবারও আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত আন্ত: মহকুমা প্রেসক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সেভেন এ- সাইড খেলায় প্রতি দলের হয়ে ১০ জন করে নাম নথিভুক্ত করা যাবে। আগামী ২০ জুলাই, শনিবার আগরতলায় আয়োজিত এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য মহকুমা প্রেস ক্লাবগুলোকে আগামী ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত সন্তোষ গোপের (৯৮৫৬০৩০৯২২) কাছে ফোনে যোগাযোগ করে খেলোয়াড়দের নাম নথিভুক্ত করে এন্ট্রি নিতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। আগরতলা প্রেসক্লাব থেকে দুটো দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে। আগরতলা প্রেসক্লাবের হয়ে খেলতে ইচ্ছুক প্রেস ক্লাবের সদস্য খেলোয়ারদের আগামী ১৬ জুলাইয়ের মধ্যে প্রেস ক্লাবের কমনরুমে নাম জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রেসক্লাবের স্পোর্টস কমিটির কনভেনার অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের আশা

কলকাতা, ৮ জুলাই (হি.স.): এগিয়ে আসছে প্যারিস অলিম্পিক। অংশগ্রহণকারী ক্রীড়াবিদদের শেষ প্রস্তুতি চলছে। ভারত তাকিয়ে রয়েছে অলিম্পিকের দিকে, তাদের ক্রীড়াবিদরা কেমন সাফল্য পায় সেদিকে। এই অলিম্পিকে ভারতের আশা ভরসা এমন কিছু অ্যাথলেটিককে নিয়ে এই প্রতিবেদন।

নীরজ চোপড়া: অলিম্পিকে ভারতের যত আশা জ্যাভলিন সুপারস্টার নীরজ চোপড়া। প্রথম ভারতীয় অ্যাথলিট হিসাবে ব্যাক-টু-ব্যাক সোনার পদক জিতে ইতিহাস তৈরি করবেন এই আশায় বুক বেঁধেছেন ভারতের ক্রিড়া-প্রেমীরা।

পিভি সিন্ধু: ভারতের উজ্জ্বল ব্যাডমিন্টন তালিকা। বর্তমানে তার পারফরম্যান্স খুব একটা ভালো যাচ্ছে না।তা সত্ত্বেও ভারত সবসময়ই তার প্রতি আশা রাখে। সিন্ধু বর্তমানে তার কোচ আগুস দ্বি সান্তোসো এবং তার দলের সাথে জার্মানির সারব্রুকেনে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

ভিনেশ ফোগাট: জুনে বুদাপেস্ট র‍্যাঙ্কিং সিরিজে তিনি সর্বশেষ অ্যাকশনে ছিলেন, যেখানে তিনি ৫০ কেজি কোয়ার্টার ফাইনালে চীনের জিয়াং ঝুর কাছে ৫-০ গোলে হেরেছিলেন। এবার প্যারিস অলিম্পিকে তিনি কিছু করে দেখাবেন এমনটাই আশা কিড়াপ্রেমীদের।

নিখাত জারিন: নিখাত, ইতিমধ্যেই দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, প্যারিসে আরও বেশি গৌরব অর্জনের লক্ষ্যে থাকবেন। এবার অলিম্পিকে তার অভিষেক হতে চলেছে।

সিফট কৌর সামরা: এশিয়ান গেমসের স্বর্ণপদক বিজয়ী, চার-পর্য্যায়ের অলিম্পিক নির্বাচন ট্রায়ালে অসামান্য পারফরম্যান্সের পরে মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩ পজিশনে প্যারিস স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন। সুতরাং অলিম্পিকে তার প্রতি আসা থাকছে।

মীরাবাই চানু: টোকিওতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে রৌপ্য পদক পেয়েছিলেন মীরাবাই। আবার প্যারিসে অলিম্পিক মঞ্চে ভালো কিছু করার আশায় ফ্রান্সে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্যারিস যাচ্ছেন মীরাবাঈ। টোকিওর মতো গৌরব অর্জন করবেন এমনটাই আশা ভারতীয়দের।

লভলিনা বোরগোহাইন: লভলিনা সম্প্রতি চেক প্রজাতন্ত্রের গ্র্যান্ড প্রিক্স টুর্নামেন্টে অ্যাকশনে ছিলেন।

তিনি দুটি বাউট হেরেছিলেন এবং একবার জিতেছিলেন, যা তার জন্য রৌপ্য জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল।লভলিনা এবার তার দ্বিতীয় অলিম্পিক পদকের সন্ধানে প্যারিসে যাবেন।

সাত্ত্বিক এবং চিরাগ শেঠি জুটি: কিছুদিন আগে বিশ্বের এক নম্বরে থাকা এই জুটি গত অলিম্পিকে তাদের তিনটি গ্রুপ ম্যাচের মধ্যে দুটিতে জয়লাভ করেও কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারেনি। এবার তারা অলিম্পিকে ভালো সাফল্য পেতে চায়। অদিতি অশোক: অলিম্পিকে তৃতীয়বারের মতো ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন অদিতি। এবার তিনি তার টোকিও বীরত্বের পুনরাবৃত্তি করতে এবং পদক জয়ের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার আশা করছেন।

জার্মান তারকার আবেগঘন বিদায়ী বার্তা

বার্লিন, ৮ জুলাই (হি.স.): ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে জার্মানির বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে টনি ক্রুস ফুটবল ক্যারিয়ার থেকে বিদায়ের বার্তা জানিয়েছিলেন। তবে ছিল না কোন আনুষ্ঠানিক বার্তা। গতকাল রাতে দিলেন সেই আবেগঘন বার্তা। বললেন, 'বিদায়'। আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে আগে অবশ্য একবার অবসর নিয়েছিলেন ক্রুস। দলের প্রয়োজনে এবং কোচের অনুরোধে অবসর ভেঙে ফিরে এসেছিলেন। লক্ষ্য ছিল এবারের ইউরো। কিন্তু অবসরটা তার সুখের হল না।

কোপা আমেরিকার সেমিফাইনাল -ফাইনালের সূচি

নিউইয়র্ক, ৮ জুলাই (হি.স.): কোপা আমেরিকা এখন শেষ পর্য্যায়ে। বাকি রয়েছে সেমিফাইনাল, ফাইনাল ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণী খেলা। খেলার সূচিঃ সেমি-ফাইনাল: ১০ জুলাই, বুধবার, সকাল ৬টা, আর্জেন্টিনা-কানাডা মেটলাইফ স্টেডিয়াম, নিউ জার্সি ১১ জুলাই, বৃহস্পতিবার, সকাল ৬টা, কলম্বিয়া-উরুগুয়ে, ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়াম, নর্থ ক্যারোলিনা তৃতীয় স্থান নির্ধারণী: ১৪ জুলাই,রবিবার, সকাল ৬টা, প্রথম সেমি ফাইনাল বিজিত-দ্বিতীয় সেমি ফাইনাল বিজিত।

ইউরোতে বিশেষ কিছু করে দেখাতে উন্মুখ ডাচরা

বার্লিন, ৮ জুলাই (হি.স.): এবারের ইউরোতে বিশেষ কিছু করার লক্ষ্য ডাচদের। ডাচদের এখন লক্ষ্য দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে শিরোপা ঘরে তোলা। দুই দশক পর শেষ চারে খেলবে নেদারল্যান্ডস। টুর্নামেন্টের শুরুর দিকে নেদারল্যান্ডকে নিয়ে ভাববার লোক ছিল না। অনেকের ধারণা ভুল প্রমাণ করতে পেরে উচ্ছ্বসিত দলটির কোচ রোনাল্ড কুমান। তবে এখনই আত্মতুষ্টিতে ভুগছেন না কুমান। কুমান বলেছেন,'সবকিছু ঠিক থাকলে আমরা আরও দুটি ম্যাচ খেলব। আমাদের অভিযান এখনো শেষ হয়নি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণে

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লেক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সোমবার মণিপুরের রাজ্যপাল অনুসুইয়া উইকোর সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতকারে মিলিত হন রাহুল গান্ধীর সাথে।

উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে রাজ্য সরকার কোনো ধরণের রাজনীতি বা ভেদাভেদকে প্রশ্রয় দেবেনা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উন্নয়নের যে দিশায় কাজ করছেন রাজ্য সরকারও তাকে পাথেয় করে রাজ্যের সার্বিক বিকাশে কাজ করছে। এরফলে রাজ্যে বর্তমানে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, ক্রীড়াক্ষেত্রসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভাবনীয় সফলতা এসেছে। উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে রাজ্য সরকার কোনো ধরণের রাজনীতি বা ভেদাভেদকে প্রশ্রয় দেবেনা। আজ আগরতলার সেন্ট্রাল রোডস্থিত শিববাড়ী প্রাঙ্গণে অমত ২.০ প্রকল্পে তিনটি জলাশয়ের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন কর্মসূচির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। আজ যে তিনটি জলাশয়ের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে সেগুলি হল - সেন্ট্রাল রোড পুকুর, উজান অভয়নগর বাজার জলাশয় এবং উজান অভয়নগরের ভেটেরিনারি হাসপাতালের জলাশয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমী বলেন, মার্ট সিটি প্রকল্পে আগরতলা শহরের অনেকগুলো জলাশয়ের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে যে সমস্ত জলাশয়ের সৌন্দর্যায়নের কাজ হয়েছে সেগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও নাগরিকদের সচেতন থাকতে হবে। পাশাপাশি আগরতলা শহরকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেও নাগরিকদের সচেতন হতে হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কিডনি প্রতিস্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন রাজ্যে আজ থেকে শুরু হয়েছে। রাজ্যে কিডনি প্রতিস্থাপনের বিষয়ে সৃজা হাসপাতাল ও রিসার্চ সেন্টারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। শুধু তাই নয় রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের ফলে এখন বহু জটিল রোগের সফল অস্ত্রোপচার সম্ভব হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার জনগণের সমস্যা সমাধানে প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছে। ছেলেমেয়েদের চাকুরী প্রদান সহ সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা সুবিধাভোগীদের মধ্যে প্রদানে স্বচ্ছতা বজায় রেখে সরকার কাজ করছে।
অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সারা রাজ্যেই উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে। আগরতলা শহরকে সাজিয়ে তোলার লক্ষ্যে আগরতলা পুর নিগম রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় বহু কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ডা শৈলেশ কুমার যাদব বলেন, অমত ২.০ প্রকল্পে এই তিনটি জলাশয়ের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজ করা হবে। এর মধ্যে সেন্ট্রাল রোড পুকুরের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের জন্য ব্যয় হবে ২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। উজান অভয়নগর বাজার পুকুরের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের জন্য ব্যয় হবে ৩ কোটি ১ লক্ষ টাকা এবং উজান অভয়নগর ভেটেরিনারি হাসপাতাল জলাশয়ের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের জন্য ব্যয় হবে ২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র পারিষদ হীরালাল দেবনাথ ও কর্পোরেটর রত্না দত্ত।

খারচি মেলা উৎসবকে ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই : চলতি মাসের ১৪ জুলাই থেকে পুরাতন আগরতলাস্থিত চৌদ্দ দেবতা মন্দিরে শুরু হতে যাচ্ছে ৭ দিন ব্যাপী খার্চি মেলা ও উৎসব। খার্চি মেলাকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে মন্দির প্রাঙ্গণ সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। নব সাজে সেজে উঠছে চৌদ্দ দেবতা মন্দির। এ বিষয়ে ব্লক চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ শীল বলেন, আজ থেকে শুরু হয়েছে মন্দির চত্বরে আলোক সজ্জার কাজ। পাশাপাশি মন্দিরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের কাজ চলছে। এবছর সাফাই কাজে হাত লাগিয়ে নিগম। নিগমের সাফাই কর্মীরা মন্দির পরিষ্কারের কাজ করছে।
এদিন তিনি আরও বলেন, আগামী দুইদিনের মধ্যে গোটা কাজ শেষ হয়ে যাবে। খার্চি মেলা ও উৎসবে কোনো খামতি না থাকে সেইভাবেই কাজ করা হচ্ছে।

ডিওয়াইএফআই টিওয়াইএফ মোহনপুর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে পথসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই: বাম সমর্থিত যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই টিওয়াইএফ মোহনপুর বিভাগীয় কমিটির যৌথ উদ্যোগে কাজের দাবিতে, নেশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এক প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত করে। মিছিলটি কালীবাজারস্থিত সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় কালীবাজারে এসে শেষ হয় এবং এক পথসভায় মিলিত হয়।
এই সময় উপস্থিত ছিলেন ৩ নং বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নয়ন সরকার, ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য কমিটির সভাপতি পালাশ ভৌমিক,টি ওয়াই এফ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক প্রাক্তন এম ডি সি কুমুদ দেববর্মা,ডি ওয়াই এফ আই মোহনপুর বিভাগীয় কমিটির সভাপতি সুব্রত গোপ,বাম নেতা দিলীপ দাস,স্বপন দেব, সিমনার প্রাক্তন বিধায়ক প্রণব দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।
এদিন বামুটিয়া কালীবাজারস্থিত সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির কার্যালয়ে প্রয়াত বামনেতা অরুণ দেবের শহীদান দিবস পালন করা হয়।

সাত দিনের মধ্যে ভারতরত্ন সংঘের দালান ঘর ভেঙে দেওয়া নির্দেশ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই: ঊষাবাজার ভারতরত্ন সংঘের দালান ঘর আগামী সাত দিনের মধ্যে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিল প্রশাসন। সোমবার ক্লাবের সভাপতি এবং সম্পাদক কে এক নোটিশের মাধ্যমে এই খবর জানানো হয়েছে।
নোটিশে উল্লেখ রয়েছে, ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করে ''ভারতরত্ন ক্লাব (সংঘ)'' নামে ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে পাবলিক জায়গায়। ইতিমধ্যেই জুনের মাসের ১৫ তারিখ কারণ দর্শানোর জন্য একটি নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। এরপরে এবারে ভবনটি ভেঙে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।

রথযাত্রা থেকে বাড়ি ফেরার পথে স্বামীর বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই: রথযাত্রা থেকে বাড়ি ফেরার পথে দূর্ঘটনার শিকার গৃহবধূ। স্বামীর বাইক থেকে ছিটকে পড়ে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লাগছে ওই গৃহবধূ।
ওই গৃহবধূর পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, মেলাঘরের রথ দেখে বাইকে করে বগার বাসা এলাকার বাসিন্দা সঞ্জীব চক্রবর্তী এবং তাঁর স্ত্রী পিংকি চক্রবর্তী গিয়েছিলেন। গতকাল রাতে বাড়ি ফেরার সময় বগারবাসা এলাকায় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন গৃহবধূ। সাথে সাথে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে চিকিৎসকরা মেলাঘর হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। তারপর মেলাঘর হাসপাতাল থেকে কর্তব্যরত চিকিৎসক জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসার পর অবস্থা আশঙ্কা জনক বলে জানান চিকিৎসক।

আইনজীবীর জন্মদিন উপলক্ষে রক্তদান শিবির কমলপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৮ জুলাই: রক্তদান বর্তমানে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। জন্মদিন বিবাহ বার্ষিকী সহ নানা অনুষ্ঠানেও রক্তদানে এগিয়ে আসতে শুরু করেছেন মানুষ। এ ধরনের প্রয়াস নিঃ সন্দেহে প্রশংসনীয়। রাজ্যের ব্লাড ব্যাংক গুলিতে এখনো রক্তের সংকট রয়েছে। রক্ত সংকট নিরসনে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
এই আহবানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন সংগঠন এবং ব্যক্তিবর্গ রক্তদানে এগিয়ে এসে সচেতনতার পরিচয় দিচ্ছেন।
কমলপুর বার ''র আইনজীবি শ্যামল কান্তি পালের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সোমবার এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।এদিন কমলপুর বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন রক্তদাতারা।
এবিষয়ে আইনজীবি শ্যামল কান্তি পাল বলেন,জীবন বাঁচাতে রক্তের কোনো বিকল্প নেই।নিজের জন্মদিনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করায় রক্তদাতাদের ধন্যবাদ জানান তিনি।

রোটারি ক্লাব ধর্মনগরের ২১ তম ইনস্টলেশন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ জুলাই: রোটারি ক্লাব ধর্মনগরের ২১ তম ইনস্টলেশন হয় আজ ৭ই জুলাই সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় ধর্মনগরের দেবদূত ভবনে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত মঞ্চে ছিলেন রটারির ত্রিপুরা প্রান্তের অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নর রটারিয়ান ডক্টর অচিন্ত্য ভট্টাচার্য এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রটারিয়ান ডক্টর দিলীপ কুমার দাস, রটারিয়ান প্রণয় চন্দ্র ,রটারিয়ান বরুন কুমার দাস , লটারিয়াল সন্দীপ দাস।
এই ইনস্টলেশন এ ২০২৪-২৫ প্রেসিডেন্ট হিসাবে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রোটারিয়ান সন্তোষ সূত্রধর এবং সেক্রেটারি হিসেবে রটারিয়ান পায়েল শীল নির্বাচিত হয়। এছাড়া ২০২৪ ২৫ এর বোর্ড অফ ডাইরেক্টর নির্বাচিত হয়।সকলকে শপথ বাক্য পাঠ করান রটারির ত্রিপুরা প্রান্তের এসিস্ট্যান্ট গভর্নর রটারিয়ান ডক্টর অচিন্ত্য ভট্টাচার্য। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট রোটারিয়ান সন্তোষ সূত্রধ র, আগামী বর্ষের বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। ২১তম ইনস্টলেশনের সৌভেনির ভিশন প্রকাশিত হয় ইস্টলেশন এর পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
নির্বাচিত সেক্রেটারি রোটারিয়ান পায়েল শীল উপস্থিত ধর্মনগর রোটারেকত ক্লাব, ধর্মনগর ব্লাড ডোনারসএসোসিয়েশন , মিডিয়ার বন্ধুদের সহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। পুরো অনুষ্ঠানের ঘোষক রটোরিয়ান সুবীর সুমন মহাশয় উনার ঘোষণার মাধ্যমে প্রাণবন্ত রাখেন অনুষ্ঠানকে।

অনলাইন প্রতারণার শিকার কৃষক, ২২৫০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ জুলাই: অনলাইন প্রতারণার শিকার এক কৃষক, হারালেন নিজের ২২৫০০ টাকা।
ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের পরিবার টাকা ফিরে পাবারের দাবিতে সোমবার সন্ধ্যায় বিশালগড় থানায় দ্বারস্থ হয়েছেন। জানা যায়, বিশালগড় নবীনগর এলাকার কৃষক বাবুল দাসের কাছে একটি ফোন আসে অনলাইনে ২২৫০০ টাকা ট্রান্সফার করলে ৫৫০০০ একাউন্টে চলে আসবে পাশাপাশি উনার বাড়িতে একটি অ্যাপেলের টাওয়ার বসানো হবে।
নেট দুনিয়া ও প্রতারকের খপ্পরের বিষয়ে অজানা কৃষক বাড়ি থেকে ২২৫০০ বাজারের সিএসসি সেন্টার থেকে সে প্রতারকের একাউন্টে ট্রান্সফার করে দেন। প্রতারক ২২ হাজার ৫০০ টাকা পাওয়ার সাথে সাথে তার মোবাইল সুইচ অফ করে দেন। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং সম্পূর্ণ ঘটনা বাড়িতে এসে জানানোর পর বাবুল দাসের স্ত্রী স্বস্তি দাস সহ উনার নিকট আত্মীয়রা সোমবার সন্ধ্যায় প্রতারকের হাত থেকে সে টাকা ফিরিয়ে আনার দাবিতে বিশালগড় থানায় দ্বারস্থ হন। বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রী থেকে জেলাশাসক মহকুমা শাসক এমনকি পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকরা এই প্রতারকের খপ্পরে পড়ে সর্বশান্ত হচ্ছেন। সে বিষয়ে বোধগম্য নেই জমিতে কৃষি কাজ করে অন্যের মুখে অন্য দেওয়া সেই কৃষকের।
নবীনগর এলাকায় কৃষকের নিজের বাড়িতে এয়াটেল টাওয়ার বসবে সেই আনন্দে কাউকে না জানিয়ে পরিবারের লোকেদের সারপ্রাইজ দেবে সেই খুশিতে ২২ হাজার ৫০০ টাকা নিয়ে বাজারে এসে কোন এক সিএসসি সেন্টার থেকে সে প্রতারকের একাউন্টে ট্রান্সফার করে দেন কৃষক বাবুল দাস। এখন পুলিশ এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেটাই দেখার।

পুলিশের হাতে আটক দুই চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই: পুলিশ হাতে আটক দুই চোর। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।
জানা গিয়েছে, ২৫ জুন গভীর রাতে শ্রীনগর থানাধীন চক্রবর্তী পাড়ার বেনী দেবের বাড়িতে সন্তোষী মায়ের মন্দিরে চোরের দল হানা দিয়েছিল। ৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে পালিয়েছিল। পর্বতী সময়ে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল। মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে আজ দুই চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ধৃতরা হলেন, চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী ও রণি বিশ্বাস।

রেল লাইন থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ জুলাই: রেললাইন থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুর প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ শিবপুর এডিসি ভিলেজ এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম যতন জয় ত্রিপুরা (৫০)। পিতা গিরামোহন ত্রিপুরা। তার বাড়ি শিবপুর এডিসি ভিলেজের বুদ্ধিমঙ্গলপাড়া এলাকায়।
ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে, বিলোনিয়া থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পারিবারিক অশান্তির জেরে ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে বলে, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

ধলাই জেলার কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই: ধলাই জেলার কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সোমবার বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান কে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রীসহ সকলের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।
পি এম শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র বালিকা দ্বাদশের বৃক্ষরোপণ ও সচেতনতা র‍্যালি সম্পন্ন হল সোমবার। কৃষ্ণচন্দ্র বালিকা দ্বাদশ বিদ্যালয় শুধু মহকুমা নয় গোটা ধলাই জেলাতেই শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সহ শিক্ষণ কার্যক্রমে এক উজ্জ্বল নাম।
ধারাবাহিক এক সুললিত ঐতিহ্যের স্বীকৃতি হিসাবে কয়েক বছর আগে পি এম শ্রী বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পেয়েছে বিদ্যালয়টি। সোমবার এই বিদ্যালয়ের ইয়ুথ অ্যান্ড ইকো ক্লাবের উদ্যোগে সম্পন্ন হল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী এবং সচেতনতা র‍্যালি। এই কর্মসূচি সম্পর্কে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুফল শুক্লোবৈদ্য জানান।
প্রথমে বিদ্যালয়ের ছাত্রী শিক্ষকদের এক শোভাযাত্রা বিদ্যালয় সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে। ছাত্রীদের হাতে ছিল বৃক্ষরোপণ , পরিবেশ সুরক্ষা এবং সমাজ সচেতনতা মূলক বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড। তার পর বিদ্যালয়ে এসে শেষ হয় শোভাযাত্রা। এরপর বিদ্যালয় চত্বরে ও সংলগ্ন এলাকায় হয় বৃক্ষরোপণ। এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া এক স্কুল ছাত্রী জানান, বিদ্যালয়ের এই কর্মসূচিকে ঘিরে ছাত্রী, অভিভাবক এবং সংলগ্ন এলাকার মানুষজনের মধ্যে বেশ উৎসাহ লক্ষ করা গেছে।

ডিমা হাসাওয়ে শুরু ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে মশার বংশবৃদ্ধি হ্রাস সপ্তাহ

হাফলং (অসম), ৮ জুলাই (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে আজ সোমবার হাফলঙে মশার বংশবৃদ্ধি উৎস হ্রাস সপ্তাহ শুরু হয়েছে। হাফলং টাউন কমিটির ময়দানে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে মশার বংশবৃদ্ধি হ্রাস করতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এ নিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন ডা. লীনা হাকমকসা।
ডিমা হাসাও অত্যন্ত ডেঙ্গুপ্রবণ জেলা। প্রতি বছরই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন প্রচুর মানুষ। চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডা. পবনকুমার গাঞ্জু এ প্রসঙ্গে বলেন, ২০২৩ সালে ডিমা হাসাও জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৮৫৩ জন। এ বছর এখন পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২৫ জন। তাই ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে আজ (সোমবার) থেকে শহর এলাকায় মশার বংশবৃদ্ধির উৎস হ্রাস সপ্তাহ শুরু করা হয়েছে। জুলাই মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে গ্রামাঞ্চলে এ ব্যাপারে সচেতনতা চালানো হবে।
এদিকে ডা. লীনা হাকমকসা বলেন, মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সবাইকে সজাগ ও সচেতন হতে হবে। সাধারণ ফুলের টাব, নারিকেলের খোসা, খোলা টায়ার ও নালায় জমা জলেই মশার বংশবৃদ্ধি হয়। তাই ঘরে ঘরে মশার বংশবৃদ্ধি বন্ধ করা খুব প্রয়োজন। তার জন্য বাড়িতে ফুলের টাব বা বাড়ির আশপাশে পড়ে থাকা নারিকেলের খোসা, টায়ার, ড্রেন ইত্যাদি পরিষ্কার রাখা জরুরি। এ ব্যাপারে আশাকর্মীরা শহরাঞ্চল থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলে মানুষের মধ্যে মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করতে সচেতনতা চালানোর আহ্বান জানিয়েছেন ডা. লীনা হাকমকসা। আজকের এই অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন হাফলং পুরপর্ষদের চেয়ারপার্সন রীপা হোজাই।

ফরাক্কা নিয়ে ফের সরব মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৮ জুলাই, (হি .স): ''গঙ্গার ভাঙন কেন্দ্রের দেখার কথা। ১০-১২ বছর ধরে দেখছে না। ফরাক্কার ড্রেজিং করেনি।'' সোমবার সাংবাদিকদের এই অভিযোগ করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, ''বাংলাদেশের সঙ্গে যখন চুক্তি হয়, তখন কথা ছিল, বাংলাদেশে যে জল যাচ্ছে, আমাদের যাতে সমস্যা না হয়, ড্রেজিং করা হবে। ভাঙনে অনেক বাড়ি তলিয়ে গেছে। ৭০০ কোটি টাকার প্যাকেজ তৈরি হয়। আমি এমপি ছিলাম, জানতাম। আজ পর্যন্ত দেয়নি।''মমতা বলেন, ''আমাদের না জানিয়ে ফরাক্কা চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বাংলায় বর্ষা বেশি। নদীমাতৃক দেশ। এখানে নীদ, সমুদ্র, পুকুর বেশি। অনেক পুকুর কেটেছি। জল ধরি, ভরি। উপকূলীয় অঞ্চলও রয়েছে।'' মমতা বলেন, ''ফরাক্কার আশপাশে জলে ভাসে বহু এলাকা। গঙ্গার ভাঙনে যে বাড়ি তলিয়ে গেছে, সেগুলি করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছিল। ৭০০ কোটি টাকা আজ পর্যন্ত দেয়নি।

বৃদ্ধার অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই: রহস্যজনকভাবে বাড়ির পাশে জঙ্গলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা খয়েরপুর চাম্পামুড়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে
ঘটনার বিবরণে মৃতার পুত্র জানিয়েছেন, আজ সকালে তার স্ত্রী বাড়ির পাশের জঙ্গলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মাকে পড়ে থাকতে দেখেন। সাথে সাথে তাঁরা উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন।
তিনি আরও জানিয়েছেন,ওই বৃদ্ধা দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগে ভুগছিলেন। কিন্তু কিভাবে আগুন লেগেছে এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি।

সমাজ গঠনে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুলাই।। সমাজ গঠনে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সৌহার্দপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষার বিরাট অবদান রয়েছে। আজ সকালে নন্দননগরে ডনবস্কো বিদ্যালয়ের রৌপ্যজয়ন্তী অ্যানেক্স বিল্ডিং'র উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন। তিনি বলেন, শিক্ষা শুধু নিজেকে স্বাবলম্বী হওয়ার রাস্তাই দেখায় না সমাজের জন্য কিভাবে কাজ করতে হয় তার পথও নির্দেশ করে। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে ডনবস্কো বিদ্যালয়ের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ডনবস্কো বিদ্যালয়ে এসে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষ ঘুরে দেখেন এবং ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে ডনবস্কো স্কুলের অধ্যক্ষ ফাদার সেবাস্তেনিয়ান প্লেটে বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদ্যালয়ের ছাত্র নয়জা দাসগুপ্ত। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।